#RiseWithRICE

RICE IAS

সাপ্তাহিক প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS

for

IAS পরীক্ষা

From

09th to 14th Mar 2026

সূচক

1. **রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা** 1
   - 1.1. বিকশিত ভারত – গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা মিশন (গ্যারান্টি) আইন, ২০২৫ 1
   - 1.2. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার (RPwD) আইন, ২০১৬ 3
   - 1.3. জল জীবন মিশন (JJM) 5
   - 1.4. লোকসভার স্পিকার (অধ্যক্ষ) 7
   - 1.5. মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার 9
   - 1.6. ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন 11

2. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** 14
   - 2.1. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ 14

3. **অর্থনীতি** 16
   - 3.1. ওপেন মার্কেট অপারেশনস (OMO) বা খোলা বাজার কার্যক্রম 16
   - 3.2. ভারতের এলপিজি (LPG) নির্ভরতা এবং সাম্প্রতিক সংকট 17
   - 3.3. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল 19

4. **পরিবেশ এবং ভূগোল** 22
   - 4.1. প্রজেক্ট চিতা এবং কুনো-গান্ধী সাগর করিডোর 22
   - 4.2. বিশ্ব উষ্ণায়নের গতিবৃদ্ধি এবং অ্যারোসল 24
   - 4.3. বালি খনন 26

5. **বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি** 29
   - 5.1. তাপীয় স্বাধীনতার অন্বেষণ 29
   - 5.2. ডব্লিউএইচও (WHO) মহামারী চুক্তি 31

6. **বিবিধ** 34
   - 6.1. লামিতিয়ে-২০২৬ সামরিক মহড়ার ১১তম সংস্করণ 34
   - 6.2. SHINE (শাইন) 35

***

রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা

1.1. বিকশিত ভারত – গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা মিশন (গ্যারান্টি) আইন, ২০২৫ (VB-G RAM G Act, 2025)

প্রেক্ষাপট

কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক বর্তমানে **'বিকশিত ভারত – গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা মিশন (গ্যারান্টি)'** বা **VB-G RAM G আইন, ২০২৫** বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী এবং "উদ্দেশ্যমূলক পরামিতি" (objective parameters) তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই নতুন আইনটি ২০০৫ সালের **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MGNREGA)**-কে প্রতিস্থাপন করতে চলেছে।

VB-G RAM G আইন, ২০২৫: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা:** গ্রামীণ পরিবার প্রতি বার্ষিক নিশ্চিত কর্মসংস্থানের দিন সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে **১২৫ দিন** করা হয়েছে। কাজের আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না পেলে বেকার ভাতা দেওয়ার নিয়মটি বজায় রাখা হয়েছে।
- **তহবিল বন্টন:** এটি একটি কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত প্রকল্প (Centrally Sponsored Scheme) হিসেবে কাজ করবে:
  - সাধারণ রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের অনুপাত হবে **৬০:৪০**।
  - উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির জন্য এই অনুপাত হবে **৯০:১০**।
  - বেকার ভাতা এবং বিলম্বিত পেমেন্টের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির উপর থাকবে।
- **অতিরিক্ত ব্যয়:** কেন্দ্র প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি 'নিয়মতান্ত্রিক বরাদ্দ' (normative allocation) নির্ধারণ করবে। এই বরাদ্দের অতিরিক্ত যেকোনো ব্যয়ের ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে।
- **কৃষি মরসুমে বিরতি:** চাষাবাদ বা ফসল কাটার ভরা মরসুমে রাজ্যগুলি বছরে সর্বোচ্চ **৬০ দিন** এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার ঘোষণা করতে পারবে।
- **পরিকল্পনা কাঠামো:** গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে কাজের পরিকল্পনা তৈরি করবে:
  1. জল নিরাপত্তা।
  2. গ্রামীণ পরিকাঠামো।
  3. জীবিকা নির্বাহের পরিকাঠামো।
  4. জলবায়ু পরিবর্তন বা চরম আবহাওয়ার প্রভাব প্রশমন।
  - এই পরিকল্পনাগুলিকে **পিএম গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের** (PM Gati Shakti National Master Plan) সাথে যুক্ত করা হবে।
- **বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ:** তদারকি, পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের জন্য জাতীয় ও রাজ্য স্তরে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে।
- **প্রযুক্তির ব্যবহার:** স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন, জিওস্পেশিয়াল প্ল্যানিং, মোবাইল ড্যাশবোর্ড এবং সাপ্তাহিক জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে।

বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ

- জাতীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম স্তরে মিশনের সমন্বিত ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি স্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
- **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কাউন্সিল:** এই কাউন্সিলগুলি নীতি নির্ধারণ করবে, বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে এবং জবাবদিহিতা শক্তিশালী করবে।
- **পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান:** পরিকল্পনা ও রূপায়ণে নেতৃত্ব দেবে পঞ্চায়েত। মোট কাজের খরচের অন্তত অর্ধেক অংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

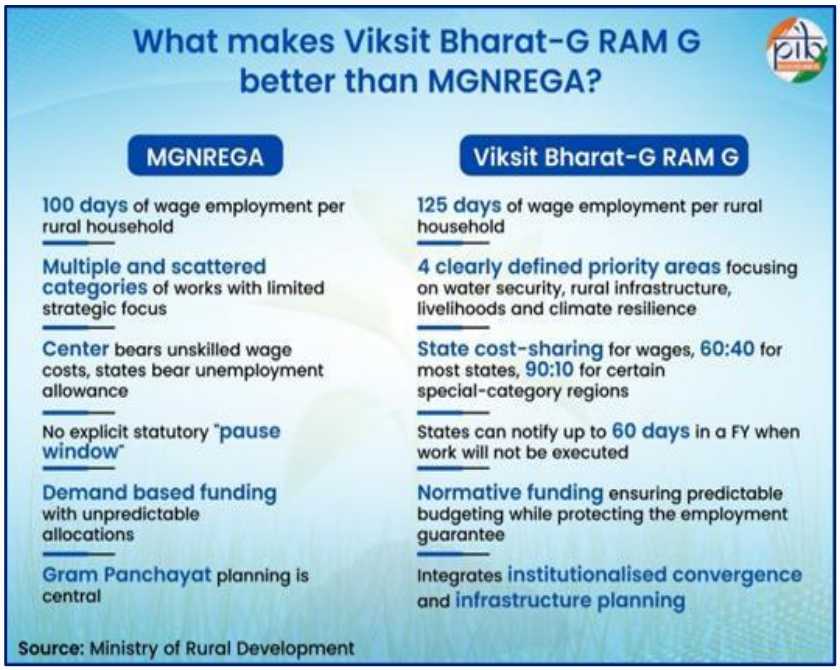

- **জেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী ও প্রোগ্রাম অফিসার:** এরা পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা, নিয়ম মেনে চলা, অর্থ প্রদান এবং 'সোশ্যাল অডিট' বা সামাজিক নিরীক্ষার কাজ পরিচালনা করবেন।

Q. বিকশিত ভারত – গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা মিশন (গ্যারান্টি) আইন (VB-G RAM G Act), ২০২৫ সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

I. এই আইনটি ২০০৫ সালের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MGNREGA)-কে প্রতিস্থাপন করতে চায় এবং প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের জন্য বার্ষিক নিশ্চিত কর্মসংস্থানের দিন সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করেছে।

II. এই আইনের অধীনে, অদক্ষ শ্রমের মজুরির সম্পূর্ণ খরচ একচেটিয়াভাবে কেন্দ্র সরকার বহন করবে।

III. এই প্রকল্পটি একটি 'কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম' (Centrally Sponsored Scheme) হিসেবে কাজ করবে, যেখানে অধিকাংশ রাজ্যের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য তহবিলের অনুপাত হবে ৬০:৪০ এবং উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির জন্য ৯০:১০।

IV. সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit) পরিচালনা এবং সমস্ত রেকর্ডে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গ্রাম সভাগুলো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

উপরের কোন বিবৃতিগুলো সঠিক?

(a) শুধুমাত্র I, III এবং IV

(b) শুধুমাত্র I এবং II

(c) শুধুমাত্র II, III এবং IV

(d) I, II, III এবং IV

উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি I সঠিক:** VB-G RAM G আইন, ২০২৫-এর লক্ষ্য হলো MGNREGA ২০০৫-কে প্রতিস্থাপন করা এবং কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা।

- **বিবৃতি II ভুল:** MGNREGA-এর আগের মজুরি-বন্টন মডেলের বিপরীতে, এই আইনে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক তহবিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; এটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় অর্থায়নে নয়।
- **বিবৃতি III সঠিক:** প্রকল্পটি ৬০:৪০ (অধিকাংশ রাজ্য) এবং ৯০:১০ (উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্য) অনুপাতে একটি কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম হিসেবে কাজ করবে।
- **বিবৃতি IV সঠিক:** গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ব্যয়ের দিক থেকে অন্তত ৫০% কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে, যা স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গ্রাম সভাগুলোর ভূমিকা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

1.2. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার (RPwD) আইন, ২০১৬

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **৯ মার্চ, ২০২৬** তারিখে ভারতের **সুপ্রিম কোর্ট** পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদি **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা** (BNS) অ্যাসিড "ছোড়া" এবং "প্রয়োগ করা"-র মধ্যে পার্থক্য করে, তবে **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার (RPwD) আইন, ২০১৬**-কেও এই পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করতে হবে। **প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের** নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ জোর দিয়ে বলেছে যে, আইনকে অবশ্যই সমস্ত ধরণের অপরাধের পূর্বাভাস দিতে হবে এবং তা কভার করতে হবে—যার মধ্যে জোরপূর্বক ক্ষয়কারী পদার্থ বা অ্যাসিড খাইয়ে দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত—যাতে সারভাইভাররা বা আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী কল্যাণ প্রকল্প এবং চিকিৎসা সুবিধার সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন।

RPwD আইন, ২০১৬-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **আইনি পটভূমি**

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন** (UNCRPD)-কে কার্যকর করার জন্য এই আইনটি পাস করা হয়েছিল, যা ভারত **২০০৭** সালে অনুমোদন করেছিল।
- এটি পূর্ববর্তী **প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫**-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

২. **প্রতিবন্ধকতার বিস্তৃত সংজ্ঞা**

- এই আইনটি স্বীকৃত প্রতিবন্ধকতার বিভাগ **৭টি থেকে বাড়িয়ে ২১টি** করেছে।
- **নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলোর** মধ্যে রয়েছে: **অন্ধত্ব, স্বল্প-দৃষ্টি, কুষ্ঠরোগ মুক্ত ব্যক্তি, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, লোকোমোটর ডিসএবিলিটি (চলাফেরায় অক্ষমতা), বামনত্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক অসুস্থতা, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, সেরিব্রাল পালসি, মাসকুলার ডিস্ট্রফি, দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক অবস্থা, নির্দিষ্ট শেখার অক্ষমতা, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, বাক ও ভাষা প্রতিবন্ধকতা, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, সিকল সেল ডিজিজ, একাধিক প্রতিবন্ধকতা** (Multiple Disabilities), **অ্যাসিড আক্রান্ত ব্যক্তি** এবং **পারকিনসন্স রোগ**।
- এই তালিকায় আরও নতুন ধরণের প্রতিবন্ধকতা যোগ করার ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে রয়েছে।

৩. **অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা**

- **বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি:** এটি এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যাদের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিবন্ধকতা অন্তত **৪০%** রয়েছে।

- **শিক্ষা: ৬ থেকে ১৮ বছর** বয়সের বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি সম্পন্ন প্রতিটি শিশুর তাদের পছন্দের নিকটস্থ স্কুল বা বিশেষ স্কুলে **বিনামূল্যে শিক্ষার** অধিকার রয়েছে।
- **চাকরিতে সংরক্ষণ:** এই আইনটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কমপক্ষে **৪% সংরক্ষণের** নির্দেশ দেয় (যা ১৯৯৫ সালের আইনে ৩% ছিল)।
- **উচ্চশিক্ষা:** সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম **৫% সংরক্ষণের** ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. **প্রবেশযোগ্যতার নির্দেশাবলী** (Accessibility Mandates)

- আইনটি "উপযুক্ত সরকার"-এর ওপর একটি আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যাতে নির্ধারিত **সময়ের মধ্যে** সমস্ত সরকারি ভবনকে প্রতিবন্ধী বান্ধব বা প্রবেশযোগ্য করে তোলা হয়।
- এটি ভৌত পরিবেশ, পরিবহন এবং **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** (ICT) ইকোসিস্টেমে প্রবেশযোগ্যতার বিষয়টিও কভার করে।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**

- **প্রধান কমিশনার এবং রাজ্য কমিশনার:** এই অফিসগুলো আইন বাস্তবায়নের উপর **নজরদারি** করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অভিযোগ প্রতিকার সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
- **জাতীয় এবং রাজ্য উপদেষ্টা বোর্ড:** এগুলো প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ-স্তরের নীতি-নির্ধারক সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
- **জেলা স্তরের কমিটি:** তৃণমূল স্তরে অভিযোগের সমাধান এবং পরিষেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদের দেওয়া হয়েছে।
- **বিশেষ আদালত:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি জেলায় এই আদালত **নির্ধারিত** করা হয়েছে।

Q. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার (RPwD) আইন, ২০১৬ সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই আইনটি স্বীকৃত প্রতিবন্ধকতার সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ২১ করেছে এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বিভাগ যোগ করার ক্ষমতা **রাজ্য সরকারকে** দিয়েছে।
2. এটি বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৫% এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪% সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়।
3. বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি সম্পন্ন প্রতিটি শিশুর ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার সংবিধিবদ্ধ অধিকার রয়েছে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

A) কেবল 1 এবং 2

B) কেবল 3

C) কেবল 1 এবং 3

D) 1, 2 এবং 3

সমাধান: B

- **বিবৃতি 1 ভুল:** যদিও আইনটি বিভাগ ৭ থেকে বাড়িয়ে ২১ করেছে, তবে আরও বিভাগ যোগ করার ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে থাকে, রাজ্য সরকারের কাছে নয়।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** আইনটি সরকারি চাকরিতে **৪%** এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **৫%** সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় (প্রশ্নে এই সংখ্যাগুলো অদলবদল করা হয়েছে)।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** আইনের ৩১ নম্বর ধারায় বিশেষভাবে ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী বেঞ্চমার্ক ডিসএবিলিটি সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকারের **বিধান** দেওয়া হয়েছে।

1.3. জল জীবন মিশন (JJM)

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট **জল জীবন মিশন** (JJM)-এর মেয়াদ **২০২৮ সালের ডিসেম্বর** পর্যন্ত বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এর সাথে গ্রামীণ এলাকায় ট্যাপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার গতি বাড়াতে **১.৫১ ট্রিলিয়ন টাকার** অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে JJM 2.0-তে উত্তরণ ঘটল, যা মূলত কাঠামোগত সংস্কার, ডিজিটাল নজরদারি এবং আঞ্চলিক বাস্তবায়নের ঘাটতিগুলো পূরণের ওপর জোর দেয়। একইসঙ্গে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর হাতে জলসম্পদ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া এবং জনগনের মালিকানা সুনিশ্চিত করতে সরকার **জল মহোৎসব ২০২৬** (৮-২২ মার্চ) চালু করেছে।

জল জীবন মিশনের (JJM) মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **শুরু এবং উদ্দেশ্য:** এই মিশনটি **১৫ আগস্ট, ২০১৯** সালে চালু করা হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল ২০২৪ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামীণ পরিবারকে **কার্যকরী গৃহস্থালি ট্যাপ সংযোগ** (FHTC) প্রদান করা এবং মাথাপিছু প্রতিদিন **৫৫ লিটার** (lpcd) নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- **নোডাল মন্ত্রণালয়:** এটি **জল শক্তি মন্ত্রণালয়ের** অধীনে **পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ** দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **প্রকল্পের ধরন:** এটি একটি **কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসর করা স্কিম** যা মূলত জন পরিচালিত এবং বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে কাজ করে।
- **অর্থায়নের ধরন:**
  - আইনসভা বিহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য **১০০%** কেন্দ্রীয় অর্থায়ন।
  - উত্তর-পূর্ব এবং হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য (যেমন হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড) **৯০:১০** অনুপাতে অর্থায়ন।
  - অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের জন্য **৫০:৫০** অনুপাতে অর্থায়ন।
- **বিশেষ অগ্রাধিকার:** এই মিশনটি জলের গুণমান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (আর্সেনিক/ফ্লোরাইড), সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা (SAGY) গ্রাম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী (Aspirational) জেলাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়।

সাম্প্রতিক আপডেট: JJM 2.0 এবং মেয়াদ বৃদ্ধি

- **সংশোধিত সময়সীমা:** দুর্গম এলাকাগুলোতে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিশ্চিত করতে মিশনের মেয়াদ **২০২৮ সালের ডিসেম্বর** পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
- **JJM 2.0 সংস্কার:** এই নতুন ধাপে কেবল পরিকাঠামো তৈরির চেয়ে **পরিষেবা প্রদানের** ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এখন অর্থ বরাদ্দ সরাসরি জল সরবরাহ এবং **সুজল গাঁও আইডি** (Sujal Gaon ID) মডিউলের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাইকরণের ওপর নির্ভর করবে।
- **স্থায়িত্বের ব্যবস্থা:** এখন বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে **ধূসর জল ব্যবস্থাপনা** (ব্যবহৃত জল পুনরায় ব্যবহার), বৃষ্টি জল সংরক্ষণ এবং MGNREGS-এর সাথে সমন্বয় করে ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল মনিটরিং:** সমস্ত সম্পদ **জিও-ট্যাগ** (Geo-tagged) করা হয়েছে এবং জলের গুণমান ও পরিমাণ ট্র্যাক করার জন্য মিশনটি রিয়েল-টাইম **IoT-চালিত ড্যাশবোর্ড** ব্যবহার করছে।

বাস্তবায়ন স্থিতি (মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত)

- **জাতীয় কভারেজ:** ভারত গ্রামীণ ট্যাপ জল সরবরাহে **৮১% কভারেজ** অতিক্রম করেছে। ২০১৯ সালে যা ছিল মাত্র ১৬.৭% (৩.২৩ কোটি পরিবার), তা ২০২৬ সালের মার্চ মাসে বেড়ে **১৫.৮২ কোটি পরিবারে** দাঁড়িয়েছে।

- **১০০% শংসাপত্রপ্রাপ্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল:** গোয়া, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, মিজোরাম, গুজরাট, তেলেঙ্গানা এবং পুদুচেরি ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো পূর্ণ কভারেজ রিপোর্ট করেছে।
- **জনগনের মালিকানা:** বর্তমানে **১.৮ লক্ষের বেশি গ্রাম** "হর ঘর জল" শংসাপত্র পেয়েছে, যার অর্থ প্রতিটি পরিবার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/অঙ্গনওয়াড়ি) কার্যকরী ট্যাপ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য প্রভাব

- **স্বাস্থ্য:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, এই মিশনের মাধ্যমে **৪ লক্ষ ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু** রোধ করা এবং **১৪ মিলিয়ন 'ডিজ্যাবিলিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার্স' (DALYs)** সাশ্রয় করা সম্ভব।
- **নারী ক্ষমতায়ন:** এসবিআই রিসার্চ (SBI Research) অনুসারে, এই মিশন প্রায় **৯ কোটি নারীকে** প্রতিদিনের জল সংগ্রহের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি দিয়েছে, যার ফলে প্রতিদিন **৫.৫ কোটি ঘণ্টা সময়** সাশ্রয় হচ্ছে।
- **শিশু স্বাস্থ্য:** নোবেল বিজয়ী **মাইকেল ক্রেমারের** গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, JJM-এর মাধ্যমে নিরাপদ জলের সুবিধা ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার **প্রায় ৩০%** কমিয়ে দিতে পারে।

Q. জল জীবন মিশন (JJM) 2.0 এবং এর সাম্প্রতিক আপডেট সম্পর্কে নীচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. পরিকাঠামো তৈরির বদলে যাচাইকৃত পরিষেবা প্রদানের ওপর নজর দিয়ে মিশনের মেয়াদ ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
2. হিমালয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য এই মিশনের অর্থায়ন ১০০% কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে।
3. এটি বাধ্যতামূলক করে যে ভিলেজ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন কমিটি (পানি সমিতি)-র অন্তত ৫০% সদস্য অবশ্যই মহিলা হতে হবে।
4. মিশনটি প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে মাথাপিছু প্রতিদিন ৫৫ লিটার (lpcd) পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কতগুলো সঠিক?

(A) কেবল একটি

(B) কেবল দুটি

(C) **কেবল তিনটি**

(D) চারটিই সঠিক

সঠিক উত্তর: C (কেবল তিনটি)

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সম্প্রতি মিশনের মেয়াদ ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং JJM 2.0 চালু করেছে।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** হিমালয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য অর্থায়নের অনুপাত হলো **৯০:১০**। কেবল আইনসভা বিহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো ১০০% কেন্দ্রীয় অর্থায়ন পায়।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** লিঙ্গ-সংবেদনশীল জল শাসন নিশ্চিত করতে পানি সমিতির অন্তত **৫০% সদস্য মহিলা** হওয়া বাধ্যতামূলক।
- **বিবৃতি 4 সঠিক:** কার্যকরী গৃহস্থালি ট্যাপ সংযোগের মাধ্যমে মাথাপিছু **৫৫ লিটার** নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করাই এই মিশনের মূল লক্ষ্য।

1.4. লোকসভার স্পিকার (অধ্যক্ষ)

প্রেক্ষাপট

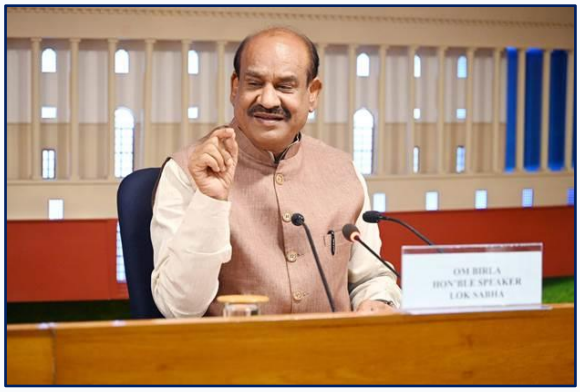

সম্প্রতি লোকসভায় একটি তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে কারণ বিরোধী দল সংবিধানের **৯৪(গ) অনুচ্ছেদ** [Article 94(c)] অনুযায়ী স্পিকার **ওম বিড়লার** বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাব এনেছে। তাদের অভিযোগ, বাজেট অধিবেশন চলাকালীন স্পিকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন এবং পদ্ধতির অনিয়ম ঘটিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটি মাত্র চতুর্থবার যেখানে এই ধরনের কোনো প্রস্তাব সংসদের অধিবেশনে আলোচিত হতে যাচ্ছে। একই সময়ে, সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইব্যুনাল হিসেবে স্পিকারের ভূমিকার বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আদালত সতর্ক করেছে যে দলত্যাগ বিরোধী আইনকে পাশ কাটাতে অযোগ্যতা সংক্রান্ত মামলাগুলোতে স্পিকারের **"অনিশ্চয়তা"** বা সিদ্ধান্তহীনতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

সাংবিধানিক বিধান এবং নির্বাচন

- **সাংবিধানিক ভিত্তি:** সংবিধানের **৯৩ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী লোকসভাকে যত দ্রুত সম্ভব তার দুজন সদস্যকে যথাক্রমে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার (উপাধ্যক্ষ) হিসেবে বেছে নিতে হয়।
- **নির্বাচন:** উপস্থিত এবং **ভোটদানকারী** সদস্যদের **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার** (Simple Majority) মাধ্যমে স্পিকার নির্বাচিত হন। নির্বাচনের তারিখ **রাষ্ট্রপতি** নির্ধারণ করেন।
- **কার্যকাল:** স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী লোকসভার প্রথম বৈঠকের ঠিক আগে পর্যন্ত পদে থাকেন। লোকসভা ভেঙে গেলেও তিনি পদত্যাগ করেন না (**৯৪ অনুচ্ছেদ**)।
- **পদত্যাগ:** স্পিকার তার পদত্যাগপত্র লিখিতভাবে **ডেপুটি স্পিকারের** কাছে জমা দেন (এবং ডেপুটি স্পিকার দেন স্পিকারের কাছে)।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- **চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদানকারী:** ভারতের সংবিধানের বিধান, লোকসভার কার্যপ্রণালী বিধি এবং সংসদের নজিরগুলোর ক্ষেত্রে স্পিকারই হলেন কক্ষের ভেতরে **চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদানকারী**।
- **মানি বিল (অর্থ বিল): ১১০(৩) অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, কোনো বিল 'মানি বিল' কি না সে বিষয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং কোনো আদালতে একে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। তবে সুপ্রিম কোর্ট (আধার মামলা) স্পষ্ট করেছে যে, এই ক্ষমতার অপব্যবহার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আওতাভুক্ত হতে পারে।
- **যৌথ অধিবেশন:** সংসদের উভয় কক্ষের **যৌথ অধিবেশনে** স্পিকার সভাপতিত্ব করেন (**১০৮ অনুচ্ছেদ**)।
- **নির্ণায়ক ভোট** (Casting Vote)**:** স্পিকার সাধারণত প্রথম দফায় ভোট দেন না। তবে কোনো বিষয়ে ভোট সমান সমান হলে অচলাবস্থা নিরসনে তিনি একটি **নির্ণায়ক ভোট** বা কাস্টিং ভোট দিতে পারেন (**১০০ অনুচ্ছেদ**)।

প্রশাসনিক ও তদারকি ক্ষমতা

- **সচিবালয়ের প্রধান:** স্পিকার হলেন **লোকসভা সচিবালয়ের** সর্বোচ্চ প্রধান এবং নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোসহ সংসদীয় এস্টেটের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- **কমিটি নিয়োগ:** স্পিকার লোকসভার সমস্ত **সংসদীয় কমিটির** সভাপতিদের নিয়োগ করেন এবং তাদের কাজকর্ম তদারকি করেন।

- **পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান:** স্পিকার ব্যক্তিগতভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতিত্ব করেন: ১. **বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি (BAC):** এটি কক্ষের সময়সূচী এবং আলোচ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ করে। ২. **রুলস কমিটি (নিয়ম কমিটি):** এটি কার্যপ্রণালী এবং কাজ পরিচালনার বিষয়গুলো বিবেচনা করে। ৩. **জেনারেল পারপাস কমিটি:** যে বিষয়গুলো অন্য কমিটির অধীনে পড়ে না, তা এটি দেখাশোনা করে।

আধা-বিচার বিভাগীয় ভূমিকা: দশম তফশিল (দলত্যাগ বিরোধী আইন)

- **বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ:** দলত্যাগের কারণে সদস্যদের অযোগ্যতার বিষয়ে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেন।
- **কিহোটো হোল্লোহান মামলা (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, দশম তফশিলের অধীনে কাজ করার সময় স্পিকার একটি **ট্রাইব্যুনাল** হিসেবে কাজ করেন। তাই তার সিদ্ধান্তগুলো কুচিন্তা বা সাংবিধানিক আদেশের লঙ্ঘনের ভিত্তিতে **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) আওতাভুক্ত।
- **কেইশাম মেঘচন্দ্র সিং মামলা (২০২০):** সুপ্রিম কোর্ট সুপারিশ করেছে যে স্পিকারদের **যৌক্তিক সময়ের** মধ্যে (সাধারণত **তিন মাস**) অযোগ্যতা সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করা উচিত।
- **বর্তমান স্থিতি:** সাম্প্রতিক রায়ে (২০২৫-২৬) আদালত জোর দিয়েছে যে স্পিকার অনির্দিষ্টকাল আবেদনের ওপর বসে থাকতে পারেন না, কারণ এটি দলত্যাগ বিরোধী আইনের মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে।

অপসারণ পদ্ধতি

- **৯৪(গ) অনুচ্ছেদ:** লোকসভার তৎকালীন **সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার** মাধ্যমে (যা **কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা** Effective Majority নামে পরিচিত) প্রস্তাব পাস করে স্পিকারকে অপসারণ করা যেতে পারে।
- **নোটিশের সময়:** এই ধরনের প্রস্তাব আনার আগে অন্তত **১৪ দিনের নোটিশ** দিতে হয়।
- **গ্রহণযোগ্যতা:** প্রস্তাবটি হাউসে তোলার অনুমতির জন্য অন্তত **৫০ জন সদস্যের** সমর্থন প্রয়োজন।
- **বিশেষ শর্ত (৯৬ অনুচ্ছেদ):** যখন স্পিকারকে অপসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন তিনি সভায় **সভাপতিত্ব করতে পারেন না**। তবে তার কথা বলার, কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার এবং **প্রথম দফায় ভোট দেওয়ার** অধিকার থাকে। কিন্তু ভোট সমান সমান হলে তিনি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন না।

Q: লোকসভার স্পিকারের প্রসঙ্গে নীচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. স্পিকারকে অপসারণের প্রস্তাবের জন্য শূন্যপদসহ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।
2. যখন অপসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন স্পিকার প্রথম দফায় ভোট দিতে পারেন কিন্তু নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন না।
3. কিহোটো হোল্লোহান মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সংসদীয় স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে দশম তফশিলের অধীনে স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা থেকে মুক্ত।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(A) **কেবল একটি**

(B) কেবল দুটি

(C) কেবল তিনটি

(D) একটিও নয়

সমাধান: সঠিক উত্তর: A (কেবল একটি)

- **বিবৃতি 1 ভুল:** ৯৪(গ) অনুচ্ছেদে "তৎকালীন সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা" বলা হয়েছে, যা হলো **কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা** (মোট সদস্য সংখ্যা – শূন্যপদ)। মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Absolute Majority) প্রয়োজন নেই।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্পিকার একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে কার্যক্রমে অংশ নিতে ও ভোট দিতে পারেন, কিন্তু তিনি সভাপতিত্ব না করায় নির্ণায়ক ভোট দেওয়ার ক্ষমতা হারান।
- **বিবৃতি 3 ভুল:** সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯২ সালের কিহোটো হোল্লোহান মামলায় স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার নিয়মটি বাতিল করে দেয় এবং জানায় যে স্পিকার এখানে **ট্রাইব্যুনাল** হিসেবে কাজ করেন, তাই এটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীন।

1.5. মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ১১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে। আদালত ৩২ বছর বয়সী এক ব্যক্তির জীবনদায়ী ব্যবস্থা (Life Support) সরিয়ে নেওয়ার **অনুমতি** দিয়েছে, যিনি প্রায় ১৩ বছর ধরে **পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট** (PVS) বা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। এই রায়ে আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, যখন চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যর্থ এবং কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে, তখন জীবন বাঁচানোর চেয়ে ব্যক্তির **মর্যাদাকে** বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে "প্যাসিভ ইউথানেসিয়া" (Passive Euthanasia) শব্দটির পরিবর্তে **"চিকিৎসা সেবা বন্ধ করা বা প্রত্যাহার করা"** (Withdrawing or Withholding of Medical Treatment) শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, যাতে বিষয়টি আরও মানবিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে **সঠিক** মনে হয়। ২০১৮ সালের **কমন কজ (Common Cause)** রায়ের পর এই প্রথম সর্বোচ্চ আদালত সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চিকিৎসাগতভাবে কৃত্রিম উপায়ে পুষ্টি ও পানীয় সরবরাহ (CANH) বন্ধ করার নির্দেশ দিল।

১. ভারতে মৃত্যুর অধিকারের বিবর্তন

আইনি পথচলাটি সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থেকে ধীরে ধীরে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর স্বীকৃতির দিকে এগিয়েছে:

- **পি. রথিনাম বনাম ভারত সরকার (১৯৯৪):** সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে বলেছিল যে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে "বেঁচে থাকার অধিকারের" মধ্যে **"মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার"** অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে আইপিসি-র ৩০৯ ধারা (আত্মহত্যার চেষ্টা) বাতিল করা হয়েছিল।
- **গিয়ান কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৬):** একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ রথিনাম মামলার রায় **বাতিল** করে দেয় এবং জানায় যে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র "বেঁচে থাকার অধিকার" দেয়, "মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার" নয়। তবে, আদালত ইঙ্গিত দিয়েছিল যে একটি **মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু** আসলে মর্যাদাপূর্ণ জীবনেরই অংশ।
- **অরুনা শানবাগ বনাম ভারত সরকার (২০১১):** সুপ্রিম কোর্ট প্রথমবার কঠোর বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের অধীনে **প্যাসিভ ইউথানেসিয়া (Passive Euthanasia)** বা নিষ্ক্রিয় নিষ্কৃতি মৃত্যুর **অনুমতি** দেয় এবং একে সক্রিয় নিষ্কৃতি মৃত্যু থেকে আলাদা বলে গণ্য করে।
- **কমন কজ বনাম ভারত সরকার (২০১৮):** ৫ বিচারপতির একটি বেঞ্চ **মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকারকে** ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে **লিভিং উইল (Living Wills)** বা আগাম ইচ্ছা প্রকাশের বিষয়টি বৈধতা পায়।

২. **একটিভ বনাম প্যাসিভ ইউথানেসিয়া**

বৈশিষ্ট্য	একটিভ ইউথানেসিয়া (সক্রিয়)	প্যাসিভ ইউথানেসিয়া (চিকিৎসা প্রত্যাহার)
কাজ	জীবন শেষ করার জন্য সরাসরি পদক্ষেপ (যেমন: বিষাক্ত ইনজেকশন)।	জীবনদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা **বন্ধ করা বা সরিয়ে নেওয়া**।
আইনি অবস্থা	ভারতে **অবৈধ** (একে হত্যা বা অপরাধমূলক নরহত্যা হিসেবে গণ্য করা হয়)।	সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী ভারতে **বৈধ**।
ফলাফল	উদ্দেশ্যমূলকভাবে জীবনাবসান ঘটানো।	মৃত্যুর **স্বাভাবিক গতিকে** বাধা না দিয়ে ঘটতে দেওয়া।

৩. **অ্যাডভান্স মেডিকেল ডিরেক্টিভস (লিভিং উইল)**

একটি "লিভিং উইল" হলো এমন একটি নথি যেখানে একজন ব্যক্তি অগ্রিম নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি যদি কখনো নিরাময় অযোগ্য বা চিরস্থায়ী অসুস্থ অবস্থায় পৌঁছান, তবে যেন তাঁকে কৃত্রিমভাবে জীবনদায়ী ব্যবস্থায় রাখা না হয়।

- **কার্যকর করা:** এটি দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে হয় এবং একজন **নোটারি বা গেজেটেড অফিসার** দ্বারা সত্যায়িত হতে হয় (২০২৩ সালে এটি সহজ করা হয়েছে; আগে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন হতো)।
- **বাতিল করা:** একজন ব্যক্তি যতক্ষণ মানসিকভাবে সক্ষম থাকেন, ততক্ষণ যেকোনো সময় এই নির্দেশ প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন।
- **ন্যাশনাল হেলথ ডিজিটাল রেকর্ড:** ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে এই নথিগুলো ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ডের সাথে যুক্ত করতে হবে যাতে হাসপাতালগুলো সহজে তা দেখতে পায়।

৪. **পদ্ধতিগত সুরক্ষা কবচ**

অপব্যবহার রোধ করার জন্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের দুটি স্তর রাখা হয়েছে:

১. **প্রাথমিক মেডিকেল বোর্ড:** এতে তিনজন ডাক্তার থাকেন (চিকিৎসারত ডাক্তার এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুইজন বিশেষজ্ঞ)। তাঁদের **৪৮ ঘণ্টার** মধ্যে মতামত দিতে হয়।

২. **সেকেন্ডারি মেডিকেল বোর্ড:** এতেও তিনজন বিশেষজ্ঞ থাকেন (একজন জেলা মেডিকেল অফিসার দ্বারা মনোনীত)। প্রাথমিক বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে তাঁদের হাতেও **৪৮ ঘণ্টা** সময় থাকে।

৩. **যোগাযোগ:** সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে হাসপাতালকে অবশ্যই **প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে (JMFC)** বিষয়টি জানাতে হবে।

Q. ভারতের 'মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার' প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
2. জীবনাবসান ঘটানোর জন্য বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগের মতো একটিভ ইউথানেসিয়া (Active Euthanasia) কমন কজ (২০১৮) নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনত অনুমোদিত।
3. ভারতে লিভিং উইল বৈধ হতে হলে তা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।
4. সাম্প্রতিক ২০২৬ সালের বিচার বিভাগীয় নির্দেশনা অনুসারে, চিকিৎসাগতভাবে কৃত্রিম পুষ্টি ও পানীয় সরবরাহ (CANH) একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে গণ্য এবং তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কতটি সঠিক?

(a) মাত্র একটি

(b) মাত্র দুটি

(c) মাত্র তিনটি

(d) চারটিই সঠিক

সমাধান: উত্তর: (b) মাত্র দুটি

1 নং বিবৃতিটি সঠিক: কমন কজ বনাম ভারত সরকার (২০১৮) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।

2 নং বিবৃতিটি ভুল: ভারতে একটিভ ইউথানেসিয়া বা সক্রিয় নিষ্কৃতি মৃত্যু কঠোরভাবে **অবৈধ** এবং এটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

3 নং বিবৃতিটি ভুল: ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিকা সংশোধন করেছে; এখন লিভিং উইলের জন্য শুধুমাত্র **নোটারি বা গেজেটেড অফিসারের** সত্যায়ন প্রয়োজন, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নয়।

4 নং বিবৃতিটি সঠিক: ২০২৬ সালের মার্চ মাসের হরিশ রানা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে CANH (ফিডিং টিউব) একটি "চিকিৎসা পদ্ধতি" এবং রোগীর স্বার্থে তা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব।

1.6. ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, ভারতের **সুপ্রিম কোর্ট** কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি আনুষ্ঠানিক নোটিশ পাঠিয়েছে। **ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন, ২০২৩** এবং DPDP **বিধিমালা, ২০২৫**-এর কিছু ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আদালত বিশেষভাবে খতিয়ে দেখছে যে, সরকারি সংস্থাগুলোকে দেওয়া ব্যাপক ছাড় এবং **তথ্য জানার অধিকার (RTI) আইন**-এর ধারা ৮(১)(জে) সংশোধন করার ফলে নাগরিকদের অধিকার খর্ব হচ্ছে কি না এবং জনগণের 'জানার অধিকারে' অসাংবিধানিক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কি না।

১. **প্রয়োগ এবং পরিধি**

- **ডিজিটাল ফোকাস:** এই আইনটি সেইসব ব্যক্তিগত তথ্য বা ডেটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা **ডিজিটাল আকারে** সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা অফলাইনে সংগ্রহ করে পরে **ডিজিটাইজ (কম্পিউটারে নথিবদ্ধ)** করা হয়েছে।
- **ভৌগোলিক সীমানা:** এটি ভারতের অভ্যন্তরে ডেটা প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া ভারতের বাইরের কোনো সংস্থা যদি ভারতীয় নাগরিকদের পণ্য বা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডেটা ব্যবহার করে, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই আইন কার্যকর হবে।
- **ব্যতিক্রম:** ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া কাজের জন্য ব্যবহৃত ডেটা অথবা কোনো ব্যক্তি নিজেই যদি নিজের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেন, তবে সেই তথ্যের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়।

২. **মূল সংজ্ঞাসমূহ** (Key Definitions)

- **ডেটা প্রিন্সিপাল** (Data Principal)**:** সেই ব্যক্তি যার ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। শিশুদের ক্ষেত্রে (১৮ বছরের নিচে) বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁদের বাবা-মা বা আইনগত অভিভাবক 'ডেটা প্রিন্সিপাল' হিসেবে গণ্য হবেন।

- **ডেটা ফিডুশিয়ারি (Data Fiduciary):** সেই ব্যক্তি, সংস্থা বা রাষ্ট্র, যারা তথ্য কেন এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা **নির্ধারণ** করে।
- **ডেটা প্রসেসর (Data Processor):** যে কোনো সংস্থা যারা 'ডেটা ফিডুশিয়ারি'-র হয়ে তথ্য প্রসেস বা বিন্যাস করে।
- **কনসেন্ট ম্যানেজার (Consent Manager):** একটি নিবন্ধিত মাধ্যম যা ব্যক্তিদের তাঁদের সম্মতির (Consent) হিসাব রাখতে, পর্যালোচনা করতে বা সম্মতি তুলে নিতে সাহায্য করে।

৩. DPDP আইনের সাতটি মূল নীতি

এই আইনটি "SARAL" (সহজ, প্রবেশযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যকরী আইন) কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি:

1. **সম্মতি এবং বৈধ ব্যবহার:** তথ্য ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট সম্মতি থাকতে হবে এবং তা আইনি কাজে ব্যবহার করতে হবে।
2. **উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা:** সম্মতি নেওয়ার সময় যে নির্দিষ্ট কাজের কথা বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সেই কাজেই তথ্য ব্যবহার করা যাবে।
3. **ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ:** শুধুমাত্র যতটুকু তথ্য প্রয়োজন, সেটুকুই সংগ্রহ করতে হবে।
4. **নির্ভুলতা:** তথ্য যেন সঠিক এবং আপ-টু-ডেট (হালনাগাদ) থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
5. **সংরক্ষণের সময়সীমা:** কাজ শেষ হয়ে গেলে তথ্য **মুছে ফেলতে (Delete)** হবে।
6. **নিরাপত্তা ব্যবস্থা:** তথ্য চুরি বা ফাঁস হওয়া রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
7. **জবাবদিহিতা:** এই আইন মেনে চলার জন্য তথ্য ব্যবহারকারী সংস্থা বা **ফিডুশিয়ারি** দায়বদ্ধ থাকবে।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ফিডুশিয়ারি

- তথ্যের পরিমাণ এবং জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনা করে কেন্দ্র সরকার কিছু সংস্থাকে SDF হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। তাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নিয়ম রয়েছে:
- ভারতে বসবাসকারী একজন **ডেটা সুরক্ষা কর্মকর্তা (DPO)** নিয়োগ করা।
- একজন স্বাধীন **ডেটা অডিটর** নিয়োগ করা।
- **ডেটা সুরক্ষা প্রভাব মূল্যায়ন (DPIA)** পরিচালনা করা।

৫. নাগরিকদের (ডেটা প্রিন্সিপাল) অধিকার ও কর্তব্য

- **অধিকার:** তথ্য জানার অধিকার, ভুল তথ্য সংশোধন বা মুছে ফেলার অধিকার, অভিযোগ জানানোর অধিকার এবং **মনোনীত করার অধিকার** (মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্য কেউ যেন অধিকার প্রয়োগ করতে পারে)।
- **কর্তব্য:** নাগরিকরা কোনো ভুল তথ্য দিতে পারবেন না, আসল তথ্য গোপন করতে পারবেন না বা মিথ্যা অভিযোগ করতে পারবেন না। এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে **১০,০০০ টাকা** পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

৬. ভারতের ডেটা সুরক্ষা বোর্ড (DPBI)

- **ধরণ:** এটি একটি আধা-বিচারবিভাগীয় (quasi-judicial) সংস্থা যা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগের বিচার করবে।
- **ক্ষমতা:** এটি সাক্ষী তলব করতে পারে, নথিপত্র পরীক্ষা করতে পারে এবং আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে পারে।
- **আপিল:** এই বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে **টেলিকম বিরোধ নিষ্পত্তি ও আপিল ট্রাইব্যুনাল (TDSAT)**-এ আবেদন করা যাবে।

৭. জরিমানা এবং ছাড়

- **জরিমানা:** ডেটা চুরি বা ফাঁস হওয়া রোধে ব্যর্থ হলে **২৫০ কোটি টাকা** পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এই আইনে জেলের কোনো বিধান নেই; শাস্তি শুধুমাত্র আর্থিক।

- **রাষ্ট্রের জন্য ছাড়:** দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার তার সংস্থাগুলোকে এই আইনের আওতা থেকে ছাড় দিতে পারে।
- **RTI সংশোধন:** এই আইন RTI আইনের ধারা ৮(১)(জে) সংশোধন করে সব ধরণের "ব্যক্তিগত তথ্য" প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে, যা আগে "জনস্বার্থে" প্রকাশ করা যেত।

Q. ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন, ২০২৩ প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই আইনটি ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য এবং কাগজে কলমে থাকা ফিজিক্যাল তথ্য—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
2. এই আইনের অধীনে, একজন ব্যক্তির মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে তাঁর ডেটা সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগের জন্য তিনি যে কাউকে মনোনীত করার অধিকার রাখেন।
3. ভারতের ডেটা সুরক্ষা বোর্ড সেইসব ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যাদের তথ্যের গোপনীয়তা কোনো সংস্থা লঙ্ঘন করেছে।
4. এই আইনটি জনস্বার্থের খাতিরে সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের যে সুযোগ RTI আইনে ছিল, তা বাতিল করেছে।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

(a) মাত্র একটি

(b) মাত্র দুটি

(c) মাত্র তিনটি

(d) চারটিই সঠিক

সমাধান: উত্তর (b)

বিবৃতি 1 ভুল: এই আইনটি শুধুমাত্র **ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্যের** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফিজিক্যাল বা এনালগ তথ্যের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

বিবৃতি 2 সঠিক: এই আইনে **মনোনীত করার অধিকার** (Right to Nominate) দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতি 3 ভুল: বোর্ড বড় অঙ্কের জরিমানা (২৫০ কোটি পর্যন্ত) করতে পারলেও, সেই টাকা ভারতের **সঞ্চিত তহবিলে** (Consolidated Fund of India) জমা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা এই আইনে নেই।

বিবৃতি 4 সঠিক: DPDP আইন RTI আইনকে সংশোধন করে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যে "জনস্বার্থের" ছাড় ছিল, তা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছে।

***

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.1. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **১১ মার্চ ২০২৬** তারিখে ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে **সহ-পৃষ্ঠপোষকতা** (Co-sponsored) করেছে। এই প্রস্তাবে **জিসিসি** (GCC) সদস্য দেশ এবং জর্ডানের ওপর হওয়া "ভয়াবহ" হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে। একইসাথে **হরমুজ প্রণালীতে** (Strait of Hormuz) আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া হুমকি এবং শত্রুতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

এই কূটনৈতিক পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও জিসিসি-র মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** (FTA) নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর, যার লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক সংহতি বাড়ানো এবং আঞ্চলিক অস্থিরতার মধ্যেও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রতিষ্ঠা

- **এটি কী:** একটি আঞ্চলিক, আন্তঃসরকারি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইউনিয়ন।
- **প্রতিষ্ঠা:** ২৫ মে, ১৯৮১ (কো-অপারেশন কাউন্সিল চার্টারের মাধ্যমে)।
- **সদর দপ্তর:** রিয়াদ, সৌদি আরব।
- **উৎপত্তি:** ১৯৭৯ সালের **ইরানি বিপ্লব** এবং **ইরান-ইরাক যুদ্ধের** পরবর্তী সময়ে আরব রাজতন্ত্রগুলোর মধ্যে সম্মিলিত নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য এটি গঠিত হয়েছিল।

২. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ

পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছয়টি আরব দেশ নিয়ে জিসিসি গঠিত: ১. **সৌদি আরব** (চরম রাজতন্ত্র) ২. **সংযুক্ত আরব আমিরাত** (UAE) (যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজতন্ত্র) ৩. **কাতার** (সাংবিধানিক রাজতন্ত্র) ৪. **কুয়েত** (সাংবিধানিক রাজতন্ত্র) ৫. **ওমান** (চরম রাজতন্ত্র) ৬. **বাহরাইন** (সাংবিধানিক রাজতন্ত্র)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও **ইরাক** এবং **ইরান** জিসিসি-র সদস্য নয়।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **সুপ্রিম কাউন্সিল** (Supreme Council): এটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, যা সদস্য দেশগুলোর **রাষ্ট্রপ্রধানদের** নিয়ে গঠিত। এর সভাপতিত্ব প্রতি বছর বর্ণানুক্রমিকভাবে পরিবর্তিত হয়।
- **মিনিস্টেরিয়াল কাউন্সিল** (Ministerial Council): এটি দেশগুলোর **পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের** নিয়ে গঠিত; তাঁরা নীতি নির্ধারণ এবং সমন্বয় করার জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠকে বসেন।
- **সেক্রেটারিয়েট জেনারেল** (Secretariat General): এটি রিয়াদে অবস্থিত প্রশাসনিক শাখা, যার প্রধান হলেন একজন মহাসচিব (বর্তমানে জাসেম মোহামেদ আলবুদাইউই)।

৪. অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব

- **জ্বালানি শক্তি:** জিসিসি দেশগুলো সম্মিলিতভাবে বিশ্বের প্রমাণিত **তেল মজুদের প্রায় ৩৩%** এবং প্রাকৃতিক **গ্যাস মজুদের ২০%** নিয়ন্ত্রণ করে।
- **অর্থনৈতিক সংহতি:** এই জোট ২০০৩ সালে একটি **কাস্টমস ইউনিয়ন** এবং ২০০৮ সালে একটি **সাধারণ বাজার** (Common Market) প্রতিষ্ঠা করেছে, যা নাগরিকদের মধ্যে পুঁজি ও শ্রমের অবাধ চলাচলের অনুমতি দেয়।
- **নিরাপত্তা:** 'পেনিনসুলা শিল্ড ফোর্স' (Peninsula Shield Force) জিসিসি-র যৌথ সামরিক হস্তক্ষেপ শাখা হিসেবে কাজ করে।

৫. ভারত-জিসিসি সম্পর্ক (২০২৫-২৬ এর তথ্য)

- **বাণিজ্য:** জিসিসি হলো ভারতের **বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ব্লক**। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় **১৭৮.৫৬ বিলিয়ন ডলার**।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় **৩৫%** এবং গ্যাসের প্রায় **৭০%** জিসিসি অঞ্চল থেকে আমদানি করে।
- **প্রবাসী ও রেমিট্যান্স:** প্রায় **১ কোটি (১০ মিলিয়ন) ভারতীয়** জিসিসি দেশগুলোতে বসবাস করেন, যা ভারতের মোট বিদেশি রেমিট্যান্সের বৃহত্তম অংশ (প্রায় ৩০%) প্রদান করে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) আলোচনা (২০২৬):** ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পণ্য, পরিষেবা এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্র নিয়ে একটি বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভারত ও জিসিসি **টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR)** স্বাক্ষর করেছে।

Q. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC) প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এটি মূলত ইরানি বিপ্লব এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট আঞ্চলিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
2. জিসিসি-র সুপ্রিম কাউন্সিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত, যাঁরা ব্লকের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণের জন্য ত্রৈমাসিক বৈঠকে বসেন।
3. ভারত সম্প্রতি জিসিসি-র সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর করেছে, যা প্রতিটি সদস্য দেশের সাথে আলাদা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।
4. জিসিসি-র সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগর (Red Sea) উভয়ের সাথেই উপকূলরেখা রয়েছে।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

(a) মাত্র একটি
(b) মাত্র দুটি
(c) মাত্র তিনটি
(d) চারটিই সঠিক

সমাধান: উত্তর: (a)

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর সম্মিলিত নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরির জন্য ১৯৮১ সালে জিসিসি গঠিত হয়েছিল।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** সুপ্রিম কাউন্সিল **রাষ্ট্রপ্রধানদের** (পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়) নিয়ে গঠিত এবং বছরে একবার বৈঠকে বসে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয় মিনিস্টেরিয়াল কাউন্সিল, যা ত্রৈমাসিক বৈঠকে বসে।
- **বিবৃতি 3 ভুল:** ২০২৬ সালের শুরু পর্যন্ত ভারত শুধুমাত্র একটি ব্লক-ভিত্তিক এফটিএ-র জন্য **আলোচনা শুরু করেছে** এবং 'টার্মস অফ রেফারেন্স' স্বাক্ষর করেছে, কিন্তু এটি এখনও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে করা CEPA-র মতো ব্যক্তিগত চুক্তিগুলোকে প্রতিস্থাপন করেনি।
- **বিবৃতি 4 ভুল:** যদিও সব সদস্য দেশ পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত, একমাত্র **সৌদি আরবের** পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগর—উভয় দিকেই উপকূলরেখা রয়েছে। কুয়েত, কাতার বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের লোহিত সাগরে কোনো উপকূল নেই।

***

3.1. ওপেন মার্কেট অপারেশনস (OMO) বা খোলা বাজার কার্যক্রম

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক** (RBI) ঘোষণা করেছে যে তারা **খোলা বাজার কার্যক্রম** (OMO)-এর মাধ্যমে **১ লক্ষ কোটি টাকার** ভারত সরকারের সিকিউরিটিজ বা ঋণপত্র ক্রয় করে বাজারে নগদ অর্থের প্রবাহ (Liquidity) বৃদ্ধি করবে। এই সিদ্ধান্তটি দুটি আলাদা নিলামের মাধ্যমে কার্যকর হবে, যার প্রতিটি **৫০,০০০ কোটি টাকার**। এই নিলামগুলো **৯ মার্চ এবং ১৩ মার্চ, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে **অ্যাডভান্স ট্যাক্স (অগ্রিম কর)** প্রদান এবং **পণ্য ও পরিষেবা কর** (GST) সংগ্রহের কারণে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নগদ অর্থের যে টান পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তা মোকাবিলা করার জন্যই এই কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১. **OMO কী?**

ওপেন মার্কেট অপারেশনস হলো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (RBI) দ্বারা ব্যবহৃত একটি **পরিমাণগত (সাধারণ)** মুদ্রানীতি সরঞ্জাম, যা অর্থনীতির অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে খোলা বাজারে সরকারি সিকিউরিটিজ (G-Secs) এবং ট্রেজারি বিলের **সরাসরি ক্রয় বা বিক্রয়** অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. **OMO-এর কার্যপদ্ধতি**

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেকেন্ডারি মার্কেটের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে নগদ প্রবাহ পরিচালনা করে:

- OMO **ক্রয় (নগদ অর্থের জোগান):** যখন RBI বাজার থেকে সরকারি সিকিউরিটিজ কেনে, তখন এটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগদে অর্থ প্রদান করে। এতে ব্যাঙ্কগুলোর কাছে **নগদ জমার পরিমাণ** বৃদ্ধি পায়, ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়ে এবং সুদের হার কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়।
- OMO **বিক্রয় (নগদ অর্থ শোষণ):** যখন RBI সরকারি সিকিউরিটিজ বিক্রি করে, তখন এটি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে নগদ অর্থ তুলে নেয়। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলোর কাছে **ঋণ দেওয়ার মতো অর্থের পরিমাণ** কমে যায়, যা বাজারে অর্থের সরবরাহ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. **বন্ড ইল্ড** (Bond Yields)**-এর ওপর প্রভাব**

বন্ডের দাম এবং এর ইল্ড বা মুনাফার হারের মধ্যে একটি **বিপরীত সম্পর্ক** রয়েছে:

- OMO **ক্রয়ের** সময় বন্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা বন্ডের দাম বাড়িয়ে দেয়। বন্ডের দাম বাড়লে **বন্ড ইল্ড কমে যায়**।
- OMO **বিক্রয়ের** সময় বাজারে বন্ডের সরবরাহ বেড়ে যায়, যার ফলে বন্ডের দাম কমে যায় এবং **বন্ড ইল্ড বেড়ে যায়**।

৪. **অন্যান্য সরঞ্জামের সাথে তুলনা**

বৈশিষ্ট্য	OMO	রেপো রেট (LAF)
সময়কাল	সাধারণত **দীর্ঘমেয়াদী** বা স্থায়ী নগদ প্রবাহের জন্য।	**স্বল্পমেয়াদী** (ওভারনাইট থেকে ১৪ দিন) নগদ প্রবাহের জন্য।
ধরণ	সরাসরি কেনা এবং **বেচা**; মালিকানা পরিবর্তিত হয়।	পুনঃক্রয় চুক্তি; সিকিউরিটিজগুলো জামানত হিসেবে থাকে।
নমনীয়তা	RBI নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজ বেছে নিয়ে কেনা-বেচা করতে পারে।	সকল যোগ্য অংশগ্রহণকারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

৫. প্রধান অংশগ্রহণকারী এবং প্ল্যাটফর্ম

- **প্লাটফর্ম:** ওএমও (OMO) কার্যক্রম ইলেকট্রনিকভাবে **E-Kuber (ই-কুবের)** সিস্টেমে পরিচালিত হয়, যা RBI-এর কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন (CBS) প্ল্যাটফর্ম।
- **অংশগ্রহণকারী:** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, প্রাইমারি ডিলার এবং অন্যান্য নির্ধারিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

Q. ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষিতে, ওপেন মার্কেট অপারেশনস (OMOs) সংক্রান্ত নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. যখন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি OMO ক্রয় সম্পন্ন করে, তখন এটি সংশ্লিষ্ট সরকারি সিকিউরিটিজগুলোর ইল্ড (Yields) বাড়িয়ে দেয়।
2. ওএমও (OMOs) মূলত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় স্বল্পমেয়াদী বা রাতারাতি (Overnight) নগদ অর্থের অমিল পরিচালনা করতে RBI দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
3. ওএমও (OMO) নিলাম পরিচালনা করতে RBI 'ই-কুবের' (E-Kuber) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2 এবং 3

(c) কেবল 3

(d) 1, 2 এবং 3

সমাধান: (c) কেবল 3

- **বিবৃতি 1 ভুল:** OMO ক্রয়ের মাধ্যমে RBI বন্ডের চাহিদা বাড়ায়, যা বন্ডের দাম বাড়িয়ে দেয়। বন্ডের দাম এবং ইল্ড বিপরীতভাবে সম্পর্কিত হওয়ায়, OMO ক্রয় বন্ড ইল্ড **হ্রাস করে**, বৃদ্ধি করে না।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** ওএমও সাধারণত **দীর্ঘমেয়াদী** নগদ প্রবাহ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বল্পমেয়াদী বা রাতারাতি নগদের টান মেটানো হয় **লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (LAF)** যেমন রেপো এবং রিভার্স রেপো অপারেশনের মাধ্যমে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** RBI তার **E-Kuber** প্ল্যাটফর্মে ইলেকট্রনিকভাবে ওএমও পরিচালনা করে। ২০২৬ সালের মার্চের কার্যক্রমের জন্য এটি বিশেষভাবে মাল্টি-সিকিউরিটি নিলাম পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

3.2. ভারতের এলপিজি (LPG) নির্ভরতা এবং সাম্প্রতিক সংকট

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ভারত দেশজুড়ে **এলপিজি সরবরাহ সংকটের** সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান **ইরান-ইসরায়েল সংঘর্ষের** কারণে **হরমোজ প্রণালীর (Strait of Hormuz)** মধ্য দিয়ে সামুদ্রিক যাতায়াত ব্যাহত হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ১১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ভারত সরকার **অপরিহার্য পণ্য আইন (Essential Commodities Act)** জারি করেছে, যাতে বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতের তুলনায় সাধারণ মানুষের **গৃহস্থালির কাজে** এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। এছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিশ্চিত করেছেন যে কাতার ও সৌদি আরবের মতো প্রধান দেশগুলো থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘাটতি মেটাতে জরুরি ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ এলপিজি উৎপাদন **২৫%** বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১. এলপিজি (LPG) সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা

- **উপাদান:** এলপিজি হলো হাইড্রোকার্বন গ্যাসের একটি দাহ্য মিশ্রণ, যা মূলত **প্রোপেন** (Propane - C_3H_8) এবং **বিউটেন** (Butane - C_4H_{10}) নিয়ে গঠিত। এতে সামান্য পরিমাণে প্রোপিলিন এবং বিউটিলিনও থাকতে পারে।
- **বৈশিষ্ট্য:** প্রাকৃতিকভাবে এটি **বর্ণহীন ও গন্ধহীন**। তবে লিক বা গ্যাস নিঃসরণ শনাক্ত করার জন্য এতে **ইথাইল মারক্যাপটান** (Ethyl Mercaptan) নামক একটি তীব্র গন্ধযুক্ত রাসায়নিক মেশানো হয়।
- এলপিজি **বাতাসের চেয়ে ভারী**, যার ফলে লিক হলে এটি নিচু স্থানে (যেমন বেসমেন্ট) জমে থাকে এবং **বিস্ফোরণের** ঝুঁকি তৈরি করে।
- এর **ক্যালোরিফিক মান** (High Calorific Value) খুব বেশি, তাই রান্নার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর।
- **উৎপাদন:** এটি **পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং** (অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ) এবং **প্রাকৃতিক গ্যাস** থেকে উপজাত পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়।
- **সংরক্ষণ:** সিলিন্ডারে সহজে পরিবহনের জন্য মাঝারি চাপে এটিকে তরল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়, যা এর আয়তন প্রায় ২৫০ গুণ কমিয়ে দেয়।

২. ভারতের এলপিজি নির্ভরতা

- **আমদানির ওপর নির্ভরতা:** ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এলপিজি ব্যবহারকারী দেশ। ভারতের মোট চাহিদার প্রায় **৬০-৬৫%** আমদানি করে মেটানো হয়।
- **আঞ্চলিক কেন্দ্র:** ভারতের এলপিজি আমদানির প্রায় **৯০%** আসে পশ্চিম এশিয়া (মধ্যপ্রাচ্য) অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং কুয়েত থেকে।
- **ঝুঁকি (হরমোজ প্রণালী):** এই আমদানির একটি বড় অংশ **হরমোজ প্রণালীর** মধ্য দিয়ে আসে। এই অঞ্চলে যেকোনো অস্থিরতা সরাসরি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে, যা ২০২৬ সালের সংকটে দেখা গেছে।
- **মজুত ক্ষমতা:** অপরিশোধিত তেলের তুলনায় ভারতের এলপিজি মজুত রাখার ক্ষমতা **বেশ কম**। সাধারণত এটি জাতীয় চাহিদার মাত্র **১০-১৫ দিনের** জন্য পর্যাপ্ত।

৩. ২০২৬ সালের এলপিজি সংকট ও সরকারের পদক্ষেপ

- **কারণ:** পারস্য উপসাগরে যুদ্ধের কারণে সামুদ্রিক পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় ভারতীয় গ্যাস ট্যাঙ্কারগুলোর যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।
- **জরুরি পদক্ষেপসমূহ:**
  - **অপরিহার্য পণ্য আইন** (ECA): মজুদদারি রোধ করতে এবং মজুত থাকা গ্যাস শুধুমাত্র **"গৃহস্থালির কাজে"** ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।
  - **উৎপাদন বৃদ্ধি:** রিফাইনারিগুলোকে এলপিজি উৎপাদন সর্বোচ্চ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলোকেও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
  - **রিফিল সীমাবদ্ধতা:** মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য পরপর দুটি সিলিন্ডার বুকিংয়ের **ন্যূনতম ব্যবধান** ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে।
  - DAC-**এর বিস্তার:** কালোবাজারি রুখতে **ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড** (DAC) বা ওটিপি-ভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থা ৯০% এলাকায় কার্যকর করা হচ্ছে।

৪. প্রধান সরকারি প্রকল্পসমূহ

- **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা** (PMUY): দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোকে স্বচ্ছ জ্বালানি দেওয়ার জন্য ২০১৬ সালে এটি শুরু হয়। ২০২৬ সাল নাগাদ এর **উজ্জ্বলা ৩.০** সংস্করণ কার্যকর রয়েছে, যা মূলত পরিযায়ী পরিবারগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং অতিরিক্ত **ভর্তুকি** (বর্তমানে ১২টি সিলিন্ডার পর্যন্ত প্রতিটিতে ৩০০ টাকা) প্রদান করে।

- **পহল (PAHAL/DBTL):** এটি বিশ্বের বৃহত্তম নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচি। এর মাধ্যমে এলপিজি ভর্তুকির টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার**-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়।

Q. এলপিজি (LPG) এবং ভারতের জ্বালানি খাতের প্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এলপিজি বাতাসের চেয়ে হালকা, যার ফলে লিক হলে এটি দ্রুত বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।
2. ইথাইল মারক্যাপটান হলো এলপিজিতে থাকা একটি প্রাকৃতিক রাসায়নিক যা এর তীব্র গন্ধ প্রদান করে।
3. ভারত বর্তমানে তার মোট বার্ষিক এলপিজি ব্যবহারের অর্ধেকেরও বেশি আমদানি করে।
4. সরকার সম্প্রতি বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহকে গৃহস্থালির চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে 'অপরিহার্য পণ্য আইন' জারি করেছে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কতটি সঠিক?

(a) মাত্র একটি
(b) মাত্র দুটি
(c) মাত্র তিনটি
(d) চারটিই সঠিক

সমাধান:

উত্তর: (a) মাত্র একটি

- **1 নং বিবৃতি ভুল:** এলপিজি **বাতাসের চেয়ে ভারী**। লিক হলে এটি মেঝের ওপর বা নিচু স্থানে জমে থাকে, যা বিপজ্জনক।
- **2 নং বিবৃতি ভুল:** ইথাইল মারক্যাপটান নিরাপত্তার খাতিরে এলপিজিতে **কৃত্রিমভাবে মেশানো হয়**; এটি গ্যাসে প্রাকৃতিকভাবে থাকে না।
- **3 নং বিবৃতি সঠিক:** ভারত তার এলপিজি চাহিদার প্রায় **৬০% থেকে ৬৫%** আমদানি করে, যা একে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।
- **4 নং বিবৃতি ভুল:** সংকটের সময় পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বাণিজ্যিক সরবরাহের চেয়ে **গৃহস্থালির সরবরাহকে** অগ্রাধিকার দিয়েছে।

3.3. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় অনুদানের জন্য দ্বিতীয় দফার অতিরিক্ত চাহিদার অংশ হিসেবে **১ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল** (ESF) গঠনের ঘোষণা করেছেন। বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া প্রতিকূল পরিস্থিতি, বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দামের অস্থিরতা এবং পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় যে বিঘ্ন ঘটছে, তা মোকাবিলা করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই তহবিলটি ভারত সরকারকে একটি প্রয়োজনীয় **আর্থিক সুরক্ষা কবচ** (fiscal headroom) প্রদান করবে, যাতে বাইরের দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধাক্কাগুলো সামলে নেওয়া যায়। এর ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য জিডিপি-র **৪.৪% আর্থিক ঘাটতির** (fiscal deficit) যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে কোনও আপস করতে হবে না।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিলের মূল ধারণা

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল হলো একটি বিশেষ **আর্থিক রিজার্ভ** বা সঞ্চয়, যা কোনও দেশের সরকার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে বাইরের ধাক্কা এবং রাজস্বের অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করে। উন্নয়নমূলক তহবিলের মতো এটি দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো বিনিয়োগের জন্য নয়, বরং এর প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থনীতির **স্থিতিশীলতা** বজায় রাখা।

- **বাফার মেকানিজম (Buffer Mechanism):** এটি একটি "বিপদের দিনের বন্ধু" বা সঞ্চয় হিসেবে কাজ করে। যখন দেশের প্রবৃদ্ধি বেশি থাকে বা জিনিসের দাম স্থিতিশীল থাকে, তখন এতে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করা হয় এবং অর্থনৈতিক মন্দা বা দাম বাড়ার সময় সেই অর্থ ব্যবহার করা হয়।
- **কাউন্টার-সাইক্লিক্যাল ফিসকাল পলিসি:** এই সুরক্ষা কবচ থাকার ফলে, বিশ্বজুড়ে কোনও সংকট দেখা দিলে বা সরকারের আয় কমে গেলে সামাজিক খাতে খরচ বা মূলধনী ব্যয় হঠাত্ করে কমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।
- **অস্থিরতা মোকাবিলা:** ভারতের প্রেক্ষাপটে, এই তহবিলের মূল লক্ষ্য হলো অপরিশোধিত তেলের চড়া দাম (যা সম্প্রতি ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারে পৌঁছেছে) নিয়ন্ত্রণ করা এবং **টাকার মান** স্থিতিশীল রাখা।

মূল বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব

- **আর্থিক সুরক্ষা (Fiscal Headroom):** এই তহবিল সরকারকে **অতিরিক্ত** ব্যয়ের চাহিদা (যেমন জ্বালানি বা সারের ভর্তুকি) মেটাতে সাহায্য করবে, যার ফলে **আর্থিক উত্তরদায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা (FRBM)** আইনের লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘিত হবে না।
- **বাহ্যিক ধাক্কা সামলানো:** এটি মূলত "ব্ল্যাক সোয়ান" বা অভাবনীয় ঘটনার প্রভাব মোকাবিলা করে। উদাহরণস্বরূপ, **হরমোজ প্রণালীতে** কোনও সমস্যা হলে ভারতের এলপিজি এবং অপরিশোধিত তেল আমদানিতে যে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটবে, তা সামলাতে এই তহবিল কাজ করবে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়লেও এই তহবিল সেই বাড়তি খরচের বোঝা নিজে বহন করে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর জ্বালানির বাড়তি দামের চাপ পড়ে না এবং **মুদ্রাস্ফীতি** নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
- **সার্বভৌম স্থিতিস্থাপকতা (Sovereign Resilience):** এটি অনেকটা 'সোভেরেন ওয়েলথ ফান্ড'-এর মতো কাজ করে, তবে এর মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, বরং দেশের **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** রক্ষা করা।

তুলনা: ESF বনাম NIIF

বৈশিষ্ট্য	অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল (ESF)	ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (NIIF)
প্রধান লক্ষ্য	সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধাক্কা সামলানো।	অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে গতি আনা।
ধরণ	এটি প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।	এটি প্রবৃদ্ধি-নির্ভর এবং উন্নয়নমূলক।
ব্যবহার	সংকটের সময় ব্যবহার করা হয় (যেমন তেলের দাম বাড়লে)।	নতুন এবং চলমান (greenfield & brownfield) প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়।
অর্থায়ন	বাজেট বরাদ্দ বা অতিরিক্ত অনুদান থেকে আসে।	সরকার (৪৯%) এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে পরিচালিত।

Q. সম্প্রতি ঘোষিত 'অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তহবিল' (ESF) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই তহবিলের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো 'ডিপ-টেক' খাতের স্টার্ট-আপগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহ করা।
2. এই তহবিলটি বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেলের দামের অস্থিরতার মতো বাইরের ধাক্কাগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

3. এই তহবিলের জন্য বরাদ্দ অনুদানের অতিরিক্ত চাহিদার (Supplementary Demands for Grants) মাধ্যমে করা হয়েছিল।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কয়টি সঠিক?

A) মাত্র একটি

B) মাত্র দুটি

C) তিনটিই সঠিক

D) কোনটিই নয়

সমাধান:

সঠিক উত্তর: (B) (মাত্র দুটি)

- **বিবৃতি 1 ভুল:** ESF-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধাক্কা সামলানো। স্টার্ট-আপগুলোতে মূলধন দেওয়া এর কাজ নয় (এটি RDI ফান্ড বা NIIF-এর মতো অন্যান্য বিশেষ তহবিলের কাজ)।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** অর্থ মন্ত্রক স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, এই তহবিলটি বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের জন্য একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** ২০২৬ সালের মার্চ মাসে লোকসভায় অনুদানের জন্য দ্বিতীয় দফার অতিরিক্ত চাহিদার মাধ্যমে এই ১ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দের অনুরোধ করা হয়েছিল।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

পরিবেশ এবং ভূগোল

4.1. প্রজেক্ট চিতা এবং কুনো-গান্ধী সাগর করিডোর

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি **ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি** (NTCA) লক্ষ্য করেছে যে, ভারতে জন্ম নেওয়া দুটি চিতা শাবক, KP2 এবং KP3, মধ্যপ্রদেশের **কুনো ন্যাশনাল পার্ক** (KNP) থেকে রাজস্থানের **বারান** জেলায় চলে গিয়েছে। প্রায় ৭০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই চলাচলকে কর্মকর্তারা চিতার **"স্বাভাবিক এলাকাগত আচরণ"** (natural territorial behaviour) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে প্রস্তাবিত **১৭,০০০ বর্গকিলোমিটার** আয়তনের **কুনো-গান্ধী সাগর আন্তঃরাজ্য বন্যপ্রাণী করিডোর** তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে, যাতে বন্যপ্রাণীরা নিরাপদে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করতে পারে।

১. প্রজেক্ট চিতা: একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা

- **উদ্দেশ্য:** ১৯৫২ সালে ভারত থেকে বিলুপ্ত ঘোষিত হওয়া চিতাকে পুনরায় এ দেশে ফিরিয়ে আনা (স্বাধীন ভারতে বিলুপ্ত হওয়া এটিই একমাত্র বড় মাংসাশী প্রাণী)।
- **মর্যাদা:** এটি বিশ্বের প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় বড় বন্য মাংসাশী প্রাণী স্থানান্তর প্রকল্প।
- **উৎস:** চিতাগুলোকে **নামিবিয়া** (২০২২), **দক্ষিণ আফ্রিকা** (২০২৩) এবং সম্প্রতি **বতসোয়ানা** (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) থেকে আনা হয়েছে।
- **প্রধান সংস্থা: ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি** (NTCA), ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (WII) এবং রাজ্য বন বিভাগের সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

২. চিতাদের স্বাভাবিক এলাকাগত আচরণ

(ক) সামাজিক কাঠামো এবং এলাকা দখল

অন্যান্য বড় বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের (যেমন বাঘ বা সিংহ) তুলনায় চিতাদের একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে পুরুষ ও স্ত্রী চিতাদের এলাকা দখলের ধরন আলাদা হয়।

- **পুরুষ জোট** (Coalitions)**:** প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ চিতাগুলো প্রায়ই দলবদ্ধভাবে থাকে এবং ২-৩টি সহোদর ভাই মিলে একটি **'জোট'** তৈরি করে। এই জোটগুলো নিজেদের এলাকা রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর থাকে।
- **একাকী স্ত্রী চিতা:** স্ত্রী চিতা সাধারণত একাকী থাকে (**শাবক সাথে থাকা সময় বাদে**)। তারা নির্দিষ্ট কোনো এলাকা বা টেরিটরি রক্ষা করে না, বরং বিশাল একটি **'হোম রেঞ্জ'** বা বিচরণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়।

(খ) বিচরণক্ষেত্র বনাম নির্দিষ্ট এলাকা (Home Range vs. Territory)

- **পুরুষ চিতা:** এরা তুলনামূলক ছোট এলাকা (সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ বর্গ মাইল) দখল করে যেখানে শিকার এবং লুকানোর জায়গা বেশি থাকে। তারা নিজেদের প্রস্রাব ও মল দিয়ে এলাকা চিহ্নিত করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সতর্ক করে। একাকী পুরুষের চেয়ে জোটবদ্ধ পুরুষ চিতা দীর্ঘ সময় এলাকা দখল করে রাখতে পারে।
- **স্ত্রী চিতা:** এদের বিচরণক্ষেত্র পুরুষদের তুলনায় অনেক বড় হয়, যা কখনো কখনো ৮০০ বর্গকিলোমিটার ছাড়িয়ে যেতে পারে। একটি স্ত্রী চিতার বিচরণক্ষেত্রের মধ্যে একাধিক পুরুষ চিতার এলাকা থাকতে পারে, যা তাদের প্রজননের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

(গ) দীর্ঘপাল্লার স্থানান্তর (Long-Distance Dispersal)

- **অন্বেষণমূলক স্বভাব:** চিতা তাদের জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে নতুন বসতি বা সঙ্গীর খোঁজে চলে যাওয়ার জন্য পরিচিত।
- **প্রাকৃতিক সংযোগ:** ভারতের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হলো চিতাগুলো স্বাভাবিকভাবেই ৭৪৮ বর্গকিলোমিটারের কুনো ন্যাশনাল পার্কের বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্রজেক্ট চিতা অ্যাকশন প্ল্যানে এই বিষয়টি আগে থেকেই ভাবা হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে যে, চিতাদের জন্য ছোট বনের চেয়ে বড় এবং **সংযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ** বেশি প্রয়োজন।

৩. **কুনো-গান্ধী সাগর আন্তঃরাজ্য করিডোর**

- **ভূগোল:** এটি মধ্যপ্রদেশের ৮টি জেলা এবং রাজস্থানের ৭টি জেলা জুড়ে প্রায় **১৭,০০০ বর্গকিলোমিটার** এলাকা নিয়ে বিস্তৃত।
- **প্রধান অংশসমূহ:**
  - **কুনো ন্যাশনাল পার্ক (মধ্যপ্রদেশ):** চিতাদের প্রাথমিক মুক্ত করার স্থান।
  - **গান্ধী সাগর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (মধ্যপ্রদেশ):** কুনোর ওপর চাপ কমাতে একে চিতাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
  - **বন্যপ্রাণী করিডোর:** এটি কুনো এবং গান্ধী সাগরকে রাজস্থানের **মুকুন্দরা হিলস টাইগার রিজার্ভ** এবং বারান ও কোটা জেলার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সাথে যুক্ত করে।
- **কৌশলগত যুক্তি:** চিতা যেহেতু দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, তাই এই করিডোরটি তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া রোধ করবে এবং প্রাকৃতিক চলাচলের মাধ্যমে তাদের বংশগত স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করবে।

৪. **ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA)**

- **ধরণ:** এটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (MoEFCC) অধীনে একটি **সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body)**।
- **উৎপত্তি:** ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের বিধান অনুযায়ী ২০০৫ সালে (২০০৬ সালে সংশোধিত) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **গঠন:** কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী এর সভাপতিত্ব করেন; এতে বিশেষজ্ঞ এবং সংসদ সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।
- **কাজ:** মূলত বাঘ সংরক্ষণের জন্য হলেও, এটি বর্তমানে **'প্রজেক্ট চিতা'** এবং **'প্রজেক্ট লায়ন'** তদারকি করে যাতে সংরক্ষণের মান এবং আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বজায় থাকে।

৫. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ: আফ্রিকান বনাম এশীয় চিতা**

বৈশিষ্ট্য	আফ্রিকান চিতা (Acinonyx jubatus jubatus)	এশীয় চিতা (Acinonyx jubatus venaticus)
IUCN মর্যাদা	সংকটাপন্ন (Vulnerable)	অতি সংকটাপন্ন (Critically Endangered)
বিস্তৃতি	আফ্রিকায় প্রায় ৭,০০০টি রয়েছে (নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি)।	কেবল ইরানে রয়েছে (৫০টিরও কম)।
আকার	আকারে কিছুটা বড় এবং শক্তিশালী গঠন।	আকারে ছোট এবং পাতলা; গায়ে লোম বেশি থাকে।
পুনঃপ্রবর্তন	বর্তমানে ভারতে এই প্রজাতিটি আনা হচ্ছে।	ভারতের স্থানীয় প্রজাতি ছিল, যা এখন এখান থেকে বিলুপ্ত।

Q: ভারতের 'প্রজেক্ট চিতা' প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই প্রকল্পে এশীয় চিতা পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে, যা বর্তমানে কেবল ইরানে পাওয়া যায়।

2. ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA) হলো এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

3. প্রস্তাবিত কুনো-গান্ধী সাগর বন্যপ্রাণী করিডোর মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের একটি যৌথ উদ্যোগ।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2

(c) কেবল 2 এবং 3

(d) 1, 2 এবং 3

উত্তর: (b)

- **1 নম্বর বিবৃতি ভুল:** এই প্রকল্পে আফ্রিকান চিতা আনা হচ্ছে, এশীয় চিতা নয়। এশীয় চিতার সংখ্যা খুব কম (ইরানে অতি সংকটাপন্ন) হওয়ায় তাদের স্থানান্তর সম্ভব নয়।
- **2 নম্বর বিবৃতি সঠিক:** NTCA হলো ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন তদারকি করে।
- **3 নম্বর বিবৃতি ভুল:** যদিও ভবিষ্যতে উত্তরপ্রদেশের (ঝাঁসি/ললিতপুর) কথা ভাবা হতে পারে, তবে বর্তমান ১৭,০০০ বর্গকিলোমিটার করিডোরটি কেবল মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানকে যুক্ত করেছে। এই নির্দিষ্ট চলাচলের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ সক্রিয় করিডোরের অংশ নয়।

4.2. বিশ্ব উষ্ণায়নের গতিবৃদ্ধি এবং অ্যারোসল

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে **'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স'**-এ প্রকাশিত পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ২০১৫ সাল থেকে **বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং** একটি **তীব্র গতিবৃদ্ধির** পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং সৌর চক্রের মতো প্রাকৃতিক প্রভাবগুলোকে আলাদা করে এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, উষ্ণায়নের হার প্রতি দশকে ০.২° সেলসিয়াস থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় **প্রতি দশকে ০.৩৫° সেলসিয়াস** হয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে **অ্যারোসল দূষণ কমে যাওয়ার** ফলে সৃষ্ট উষ্ণায়নের **'উন্মোচন'** (Unmasking) প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছে।

১. উষ্ণায়নের ধারা: স্থিতিশীল থেকে দ্রুতগতি

- **ভিত্তি:** ১৯৭০-এর দশক থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর উষ্ণতা **প্রতি দশকে ০.২° সেলসিয়াস** হারে **তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল** গতিতে বেড়েছে।
- **পরিবর্তন:** ২০১৫ সাল থেকে এই হার **প্রায় ৭৫%** বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এটি আনুমানিক **প্রতি দশকে ০.৩৫° সেলসিয়াস**-এ পৌঁছেছে।

- **পরিসংখ্যানগত গুরুত্ব:** গবেষকরা **'পিসওয়াইজ লিনিয়ার মডেল'** ব্যবহার করে ২০১৫ সালকে পরিবর্তনের একটি বিশেষ সময় হিসেবে **চিহ্নিত** করেছেন। তারা **৯৮% নিশ্চিত** যে এটি এল নিনোর মতো কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফল নয়, বরং জলবায়ু ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত পরিবর্তন।

২. অ্যারোসলের ভূমিকা: 'দুইধারী তলোয়ার'

অ্যারোসল হলো বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা অতি ক্ষুদ্র কঠিন কণা বা তরল বিন্দু। এগুলো জলবায়ুকে প্রধানত দুটি উপায়ে প্রভাবিত করে:

বৈশিষ্ট্য	শীতলকারী অ্যারোসল (প্রতিফলক)	উষ্ণকারী অ্যারোসল (শোষক)
উদাহরণ	সালফেট, নাইট্রেট, সমুদ্রের লবণ, খনিজ ধূলিকণা।	ব্ল্যাক কার্বন (ঝুল কালি), ব্রাউন কার্বন।
কার্যপদ্ধতি	আগত সৌর বিকিরণকে মহাকাশে প্রতিফলিত করে পাঠিয়ে দেয় (**অ্যালবেডো** বৃদ্ধি করে)।	সৌর শক্তি শোষণ করে এবং তাপ বিকিরণ করে; বরফের ওপর জমা হলে অ্যালবেডো কমিয়ে দেয়।
উৎস	আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কয়লা বা জীবাশ্ম জ্বালানি দহন।	বায়োমাস (জৈববস্তু) পোড়ানো, ডিজেল ইঞ্জিন, রান্নার চুলা।
মেঘের ওপর প্রভাব	**ক্লাউড কনডেনসেশন নিউক্লিয়াই** (CCN) হিসেবে কাজ করে মেঘকে উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে (শীতলকরণ)।	চারপাশের বাতাস গরম করে মেঘকে সরিয়ে দিতে পারে।

৩. 'অ্যারোসল আনমাস্কিং' বা উন্মোচন প্রভাব

- **একটি কঠিন আপস:** কয়েক দশক ধরে শিল্পকারখানার নির্গত সালফেট দূষণ একটি **'ছাতা'** হিসেবে কাজ করেছে, যা গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে সৃষ্ট উষ্ণায়নের **প্রায় ০.৪° থেকে ০.৫° সেলসিয়াস** তাপমাত্রা **আড়াল** করে রেখেছিল।
- **বায়ু নির্মলকরণ:** চীন ও ভারতের মতো দেশগুলো যখন বায়ুর গুণমান উন্নত করার জন্য কঠোর নিয়ম চালু করছে এবং কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনছে, তখন এই প্রতিফলিত অ্যারোসলের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে।
- **পরিণতি:** এই **'শীতলকারী মাস্ক'** বা আবরণটি সরে যাওয়ার ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পূর্ণ শক্তি অনুভূত হচ্ছে, যার ফলে তাপমাত্রায় হঠাৎ বিশাল উল্লম্ফন দেখা দিচ্ছে।

৪. প্যারিস চুক্তির ওপর প্রভাব

- **১.৫° সেলসিয়াস সীমা:** প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য হলো শিল্প-পূর্ব সময়ের তুলনায় উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- **সংশোধিত সময়সীমা:** বর্তমানের এই দ্রুত হারে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে **২০৩০ সালের মধ্যেই** ১.৫° সেলসিয়াসের সীমা অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে, যা আইপিসিসি (IPCC)-র পূর্ববর্তী পূর্বাভাস (২০৩০-এর দশকের মাঝামাঝি) থেকে অনেক দ্রুত।
- **নেট-জিরো বা শূন্য নির্গমনের তাগিদ:** এই গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, অপূরণীয় ক্ষতি এড়াতে ২০৫০ বা ২০৭০ সালের **'নেট-জিরো'** লক্ষ্যমাত্রাগুলো আরও এগিয়ে আনার প্রয়োজন হতে পারে।

Q: 'বায়ুমণ্ডলীয় অ্যারোসল' এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ওপর তাদের প্রভাবের প্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. বেশিরভাগ অ্যারোসল, যেমন সালফেট এবং নাইট্রেট, পৃথিবীর অ্যালবেডো বাড়িয়ে গ্রহের ওপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে।
2. ব্ল্যাক কার্বন বা ঝুল কালি হলো একটি স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষণকারী যা সৌর বিকিরণ শোষণ করে উষ্ণায়নে অবদান রাখে।
3. শিল্পজাত অ্যারোসল দূষণ কমালে বিশ্ব উষ্ণায়নের হার কমে যায় কারণ এটি বায়ুমণ্ডল থেকে ক্ষতিকারক দূষণকারী পদার্থ সরিয়ে দেয়।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2 এবং 3

(c) কেবল 1 এবং 3

(d) 1, 2 এবং 3

উত্তর: (a)

- **1 নম্বর বিবৃতি সঠিক:** সালফেট এবং নাইট্রেট অ্যারোসলগুলো প্রকৃতিগতভাবে প্রতিফলক। এগুলো সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে এবং মেঘ তৈরিতে সাহায্য করে পৃথিবীর প্রতিফলন ক্ষমতা (**অ্যালবেডো**) বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ভূপৃষ্ঠ শীতল থাকে।
- **2 নম্বর বিবৃতি সঠিক:** ব্ল্যাক কার্বন (ঝুল কালি) একটি উষ্ণকারী উপাদান। সালফেটের মতো এটি আলো প্রতিফলিত না করে শোষণ করে। এটি বায়ুমণ্ডলে মাত্র কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ থাকে বলে একে **'স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষণকারী'** (SLCP) বলা হয়।
- **3 নম্বর বিবৃতি ভুল:** শিল্পজাত অ্যারোসল দূষণ কমালে আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের হার **বেড়ে যায়**। কারণ এই দূষণকারী পদার্থগুলো আগে গ্রিনহাউস গ্যাসের উষ্ণতাকে **আড়াল** করে রেখেছিল। এগুলো সরিয়ে ফেলায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেনের পূর্ণ উষ্ণায়ন প্রভাব কাজ শুরু করে (**'আনমাস্কিং ইফেক্ট'**)।

4.3. বালি খনন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **ভারতের সুপ্রিম কোর্ট** অবৈধ বালি খনন থেকে **জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্যকে** রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করেছে। আদালত নদী ব্যবস্থায় অবৈধ খনন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি তিন সদস্যের কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT)-এর একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চম্বল নদী অববাহিকায় অনিয়ন্ত্রিত বালি উত্তোলন বেশ কিছু **বিপন্ন জলজ এবং নদীর তীরের প্রজাতির** বাসস্থানের ক্ষতি করছে।

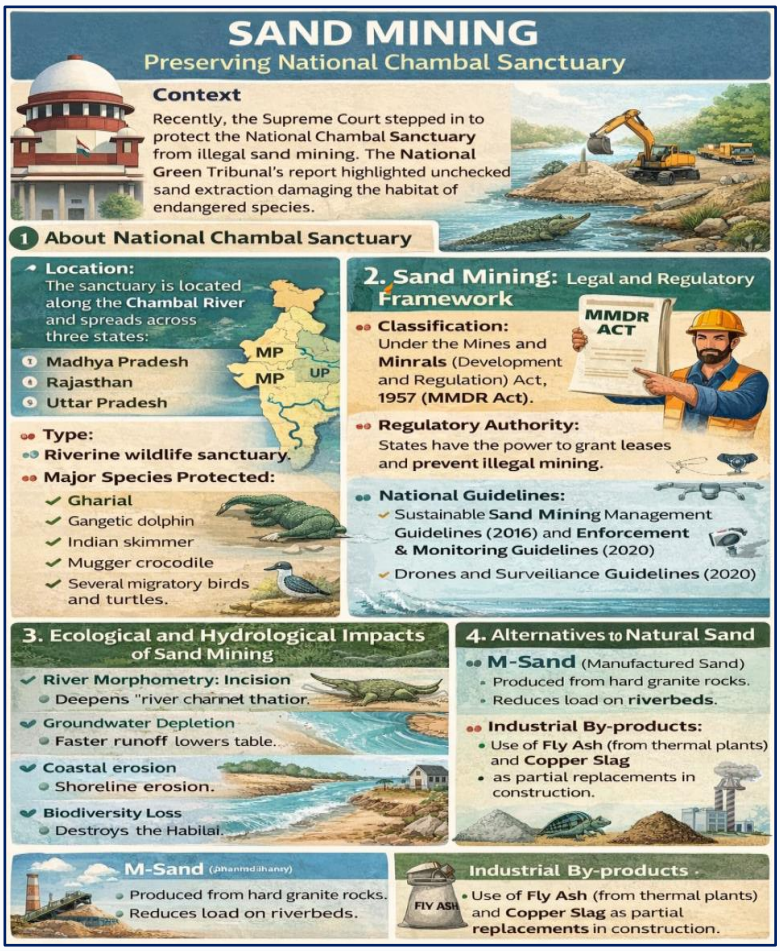

১. জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য সম্পর্কে (About National Chambal Sanctuary)

- **অবস্থান:** এই অভয়ারণ্যটি **চম্বল নদীর** তীরে অবস্থিত এবং **তিনটি রাজ্য** জুড়ে বিস্তৃত:
  - মধ্যপ্রদেশ
  - রাজস্থান

- উত্তরপ্রদেশ
- **ধরণ:** এটি একটি **নদীমাতৃক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য** (Riverine Wildlife Sanctuary)।
- **সংরক্ষিত প্রধান প্রজাতি:** অভয়ারণ্যটি নিচের প্রাণীগুলোকে রক্ষার জন্য বিখ্যাত:
  - **ঘড়িয়াল** (Gharial)
  - **গাঙ্গেয় ডলফিন** (Gangetic Dolphin)
  - **ইন্ডিয়ান স্কিমার** (Indian Skimmer)
  - **মুগার কুমির** (Mugger Crocodile)
  - বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি এবং কচ্ছপ।

২. **বালি খনন: আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো**

- **শ্রেণীবিভাগ: খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭** (MMDR Act)-এর অধীনে বালিকে **"গৌণ খনিজ"** (Minor Mineral) হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ:** গৌণ খনিজের জন্য নিয়ম তৈরির সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা **রাজ্য সরকারগুলোর** (State Governments) হাতে ন্যস্ত থাকে (কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নয়)। রাজ্য সরকারগুলো খনি লিজ দেওয়া এবং অবৈধ খনন প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে।
- **জাতীয় নির্দেশিকা:** পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (MoEFCC) কর্তৃক জারি করা **'সাসটেইনেবল স্যান্ড মাইনিং ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস (২০১৬)'** এবং **'এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং গাইডলাইনস (২০২০)'**-এ অবৈধ খনন শনাক্ত করতে **ড্রোন** এবং নাইট-ভিশন নজরদারির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩. **অত্যধিক বালি উত্তোলনের পরিবেশগত এবং জলজ প্রভাব** (Ecological and Hydrological Impacts)

- **নদীর গঠন পরিবর্তন:** অতিরিক্ত খননের ফলে **রিভারবেড ইনসিশন** (Riverbed Incision) বা নদীগর্ভ গভীর হয়ে যায়, যা প্লাবনভূমির **জলস্তর** (Water Table) নামিয়ে দিতে পারে।
- **ভূগর্ভস্থ জল হ্রাস:** বালি একটি 'স্পঞ্জের' মতো কাজ করে যা ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণে সাহায্য করে। বালি সরিয়ে ফেললে জল চুঁইয়ে ভেতরে যাওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।
- **উপকূলীয় ক্ষয়:** মোহনা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বালি খনন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা নষ্ট করে এবং নোনা জলের অনুপ্রবেশ ঘটায়।
- **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** এটি ঘড়িয়ালের মতো সংবেদনশীল প্রজাতির প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করে।

৪. **প্রাকৃতিক বালির বিকল্প**

- **এম-স্যান্ড বা কৃত্রিম বালি** (M-Sand - Manufactured Sand): শক্ত গ্রানাইট পাথর গুঁড়ো করে এটি তৈরি করা হয়। নদীগর্ভের ওপর চাপ কমায় বলে এটি পরিবেশগতভাবে অনেক বেশি উন্নত।
- **শিল্পজাত উপজাত দ্রব্য** (Industrial By-products): নির্মাণ কাজে বালির আংশিক বিকল্প হিসেবে **ফ্লাই অ্যাশ** (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত) এবং **কপার স্ল্যাগ** (তামা নিষ্কাশনের অবশিষ্টাংশ) ব্যবহার করা হয়।

Q. জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য সম্পর্কে নিচের বক্তব্যগুলো বিবেচনা করুন:

1. এটি তিনটি রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত।
2. এটি মূলত ঘড়িয়াল সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

3. এটি যমুনা নদীর ওপর অবস্থিত।

উপরের কোন বক্তব্যটি/বক্তব্যগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2

(c) কেবল 1 এবং 3

(d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা: জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্যের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্যগুলোর মূল্যায়ন নিচে দেওয়া হলো:

- **1 নম্বর বক্তব্যটি সঠিক:** জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য (যা জাতীয় চম্বল ঘড়িয়াল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামেও পরিচিত) একটি ত্রি-রাজ্য সংরক্ষিত এলাকা। এটি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত।
- **2 নম্বর বক্তব্যটি সঠিক:** এটি ১৯৭৯ সালে মূলত **ঘড়িয়াল** (Gavialis gangeticus) রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঘড়িয়াল আইইউসিএন (IUCN) রেড লিস্টে 'অতি বিপন্ন' (Critically Endangered) হিসেবে তালিকাভুক্ত। এছাড়াও এটি 'লাল-মুকুটধারী কচ্ছপ' (Red-crowned roof turtle) এবং বিপন্ন 'গাঙ্গেয় ডলফিন' রক্ষা করে।
- **3 নম্বর বক্তব্যটি ভুল:** অভয়ারণ্যটি **চম্বল নদীর** ওপর অবস্থিত, যমুনা নদীর ওপর নয়। যদিও চম্বল নদী যমুনার একটি প্রধান উপনদী, তবে অভয়ারণ্যটি চম্বল নদীর আদি ও অকৃত্রিম প্রবাহ বরাবর অবস্থিত।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি

5.1. তাপীয় স্বাধীনতার অন্বেষণ

প্রেক্ষাপট

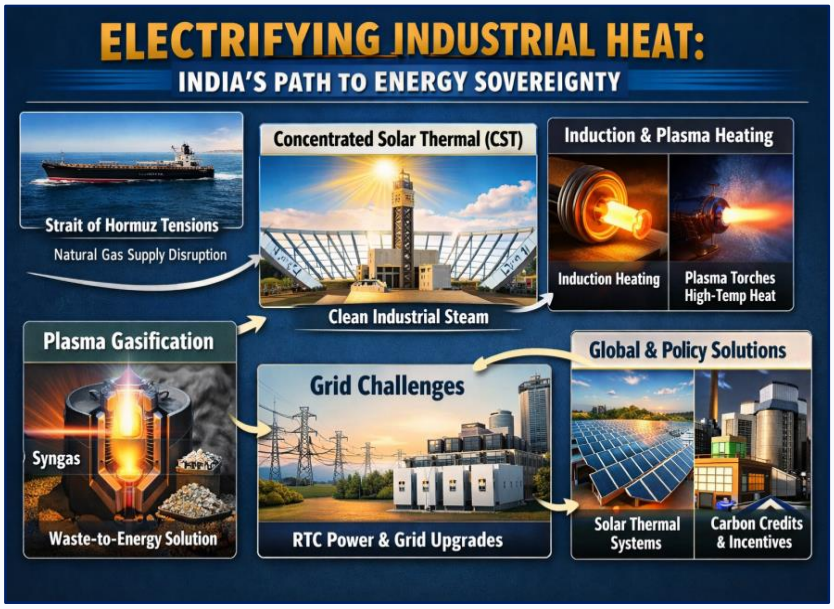

বর্তমানে **হরমুজ প্রণালীতে** (Strait of Hormuz) রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারত এক কঠিন সংকটের মুখে পড়েছে । ভারত তার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় অর্ধেকই এই পথ দিয়ে আমদানি করে । পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত সরকার সিরামিক এবং টেক্সটাইলের মতো ক্ষেত্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে । এই অবস্থায় ভারতের জন্য **'তাপীয় সার্বভৌমত্ব'** বা নিজস্ব তাপশক্তির উৎস নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে । এর সমাধান হলো—হাইড্রোকার্বন পোড়ানো বন্ধ করে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তাপকে **বৈদ্যুতিকরণ** করা এবং **ঘনীভূত সৌর তাপীয়** (Concentrated Solar Thermal - CST) প্রযুক্তি ব্যবহার করা ।

১. শিল্প কারখানাকে কার্বনমুক্ত করার প্রধান প্রযুক্তিসমূহ

ক) ঘনীভূত সৌর তাপীয় (Concentrated Solar Thermal - CST)

- **কার্যপদ্ধতি:** এই প্রযুক্তিতে কতগুলো নিয়ন্ত্রিত আয়নার সাহায্যে সূর্যালোককে একটি নির্দিষ্ট রিসিভারে ঘনীভূত করা হয় । এর মাধ্যমে বিশেষ তরল পদার্থকে (জল বা গলিত লবণ) **৪০০° সেলসিয়াস** পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায় ।
- **ব্যবহার:** এটি টেক্সটাইল বা কাপড় শিল্পের বিভিন্ন কাজের (যেমন পরিষ্কার করা বা ব্লিচিং) জন্য আদর্শ, যেখানে **১০০° থেকে ১৮০° সেলসিয়াসের** বাষ্প প্রয়োজন হয় ।
- **অন্যান্য প্রয়োগ:** উচ্চ-তাপমাত্রার শিল্প প্রক্রিয়ায় তাপ প্রদান এবং স্টিম টারবাইনের মাধ্যমে বড় আকারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও এটি ব্যবহৃত হয় ।
- **সুবিধা:** সাধারণ সোলার প্যানেলের তুলনায় এর বড় সুবিধা হলো, এটি উৎপাদিত তাপ সঞ্চয় করে রাখতে পারে । ফলে সূর্যের আলো না থাকলেও বা রাতেও এটি দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব ।
- **ভারতের সম্ভাবনা:** ভারত সরকারের মতে, আমাদের দেশে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায় **১৫ গিগাওয়াট** শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে ।

খ) ইন্ডাকশন এবং প্লাজমা হিটিং

- **ইন্ডাকশন হিটিং:** এটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র (Electromagnetic field) ব্যবহার করে সরাসরি কোনো বস্তুর ভেতরে তাপ তৈরি করে । এতে বায়ু বা বাষ্পের মতো কোনো মাধ্যম লাগে না বলে এর কার্যক্ষমতা **৯০ শতাংশের** বেশি হতে পারে ।
    - **কীভাবে কাজ করে:** তামা বা কপারের কয়েলের মধ্য দিয়ে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির **অল্টারনেটিং কারেন্ট** (AC) প্রবাহিত করলে একটি শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয় । এর মধ্যে কোনো পরিবাহী ধাতু রাখলে তার ভেতরে **এডি কারেন্ট** (Eddy Currents) তৈরি হয় এবং সেই বাধার কারণে ধাতুটির ভেতরে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় ।

- **বিশেষত্ব:** একে বলা হয় **'স্কিন এফেক্ট' (Skin Effect)**। ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে প্রকৌশলীরা ঠিক করতে পারেন যে তারা কেবল ধাতুর ওপরের অংশ উত্তপ্ত করবেন নাকি পুরোটা ।
- **ব্যবহার:** ধাতু গলানো বা গাড়ি ও মহাকাশযানের যন্ত্রাংশ শক্ত করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয় ।

- **প্লাজমা টর্চ:** এটি চরম উচ্চ-তাপমাত্রার শিল্পে ব্যবহৃত হয় । এখানে গ্যাসকে (যেমন আর্গন বা অক্সিজেন) বিদ্যুৎ দিয়ে আয়নিত করে **প্লাজমা** তৈরি করা হয় ।
  - **কিভাবে কাজ করে:** দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আর্ক (Electric arc) তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে গ্যাস প্রবাহিত করা হয় । এতে গ্যাস পরমাণু থেকে ইলেকট্রন আলাদা হয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী 'প্লাজমা' তৈরি হয় ।
  - **তাপমাত্রা:** এই প্লাজমা টর্চের তাপমাত্রা **৫,০০০° থেকে ১০,০০০° সেলসিয়াস** পর্যন্ত হতে পারে ।
  - **প্লাজমা গ্যাসিফিকেশন:** এটি বর্জ্য বা আবর্জনা ব্যবস্থাপনার একটি আধুনিক পদ্ধতি । এর মাধ্যমে ময়লা-আবর্জনাকে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় ভেঙে **সিনগ্যাস (Syngas)** এবং কাঁচের মতো শক্ত অবশিষ্টাংশ বা **স্ল্যাগ (Slag)** তৈরি করা হয় । এটি ল্যান্ডফিল বা আবর্জনা স্তূপের একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প

২. অবকাঠামো ও গ্রিড চ্যালেঞ্জ

এই নতুন প্রযুক্তিতে যাওয়ার পথে কিছু বড় বাধা আছে:

- **গ্রিড বিপর্যয়ের ঝুঁকি:** বর্তমানে গ্যাসের মাধ্যমে চলা ২৫ শতাংশ শিল্পকে যদি হঠাৎ বিদ্যুতে আনা হয়, তবে আমাদের বর্তমান বিদ্যুৎ গ্রিড ভেঙে পড়তে পারে ।
- **নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ:** কারখানাগুলো ২৪ ঘণ্টা চলে, তাই সারাদিন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে **রাউন্ড-দ্য-ক্লক (RTC)** শক্তি এবং উন্নত স্টোরেজ ব্যবস্থা প্রয়োজন ।
- **পুরানো ব্যবস্থা:** শিল্প এলাকাগুলোতে সাবস্টেশন এবং ট্রান্সফরমারগুলো অনেক পুরানো, যা অতিরিক্ত চাপের সময় অকেজো হয়ে পড়তে পারে ।

৩. বৈশ্বিক শিক্ষা ও সফল উদাহরণ

- **ওমান (প্রজেক্ট মিরাহ):** এখানে বিশাল সোলার থার্মাল প্ল্যান্টকে সাধারণ গ্যাস সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে । দিনে সূর্যের তাপে বাষ্প তৈরি হয়, যা গ্যাসের খরচ ৮০ শতাংশ কমিয়ে দেয় ।
- **স্পেন (সোলাটম):** তারা ছোট ছোট কন্টেইনারে করে সোলার ইউনিট তৈরি করে, যা সরাসরি কারখানার ছাদে বসানো যায় ।
- **ডেনমার্ক:** এখানে কারখানাগুলো সরাসরি তাপ কিনতে পারে (Heat Purchase Agreement), ফলে মেশিন বসানোর প্রাথমিক খরচ নিয়ে তাদের চিন্তা করতে হয় না ।

৪. ভারতের জন্য সুপারিশ

- একটি **'জাতীয় তাপীয় নীতি' (National Thermal Policy)** তৈরি করা জরুরি ।
- সোলার প্যানেলের মতো CST প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ **আর্থিক প্রণোদনা (PLI)** দেওয়া উচিত ।
- কারখানাগুলো যাতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে সেই সুফল বাজারে বিক্রি করতে পারে তার জন্য **কার্বন ক্রেডিট** ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন ।

Q. প্লাজমা গ্যাসিফিকেশন সম্পর্কে নিচের কোন তথ্যগুলো সঠিক?

I. এটি জৈব বর্জ্যকে মূলত কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণে (সিনগ্যাস) রূপান্তরিত করে ।

II. এটি অজৈব পদার্থ থেকে এক ধরনের কাঁচের মতো শক্ত পদার্থ (স্ল্যাগ) তৈরি করে ।

III. এটি ৫০০° সেলসিয়াসের নিচে কাজ করে ।

নিচের কোন বিবৃতিটি/বিবৃতিগুলো সঠিক?

(a) কেবল I এবং II

(b) কেবল II এবং III

(c) কেবল I

(d) I, II এবং III

সঠিক উত্তর:

(a) কেবল I এবং II

ব্যাখ্যা

- **বিবৃতি I সঠিক: প্লাজমা গ্যাসিফিকেশন** (Plasma gasification) পদ্ধতিতে একটি **প্লাজমা টর্চ** (plasma torch) ব্যবহার করে পদার্থকে আণবিক স্তরে ভেঙে ফেলা হয়। এর মাধ্যমে **জৈব বর্জ্য** (organic waste) (যেমন প্লাস্টিক এবং বায়োমাস) **সিনগ্যাসে** (Syngas) রূপান্তরিত হয়। সিনগ্যাস হলো মূলত **কার্বন মনোক্সাইড** (Carbon Monoxide) এবং **হাইড্রোজেনের** (Hydrogen) একটি মিশ্রণ, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে বা রাসায়নিক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **বিবৃতি II সঠিক:** গতানুগতিক আবর্জনা পোড়ানোর পদ্ধতির (incineration) বিপরীতে, এই প্রক্রিয়ায় কোনো **ছাই** (ash) উৎপন্ন হয় না। এর পরিবর্তে, **অজৈব পদার্থগুলো** (inorganic materials) (যেমন কাঁচ, ধাতু এবং মাটি) গলে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর এগুলো **ভিট্রিফাইড স্ল্যাগ** (vitrified slag) তৈরি করে—যা একটি কাঁচের মতো শক্ত এবং ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত (non-leachable) কঠিন পদার্থ। এটি নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- **বিবৃতি III ভুল:** এই প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এর তাপমাত্রা। প্লাজমা গ্যাসিফিকেশন অত্যন্ত **উচ্চ তাপমাত্রায়** কাজ করে, যা সাধারণত **৪,০০০° সেলসিয়াস থেকে ১০,০০০° সেলসিয়াস** (কখনও কখনও তারও বেশি) পর্যন্ত হয়। এটি সাধারণ ইনসিন্যারেশন বা আবর্জনা পোড়ানোর তাপমাত্রার (যা সাধারণত ৮০০°–১,২০০° সেলসিয়াস থাকে) তুলনায় অনেক বেশি। ৫০০° সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা থাকলে তা গ্যাসকে আয়নিত করে **প্লাজমা** (plasma) অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

5.2. ডব্লিউএইচও (WHO) মহামারী চুক্তি

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি, জেনেভায় চলমান **প্যাথোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট-শেয়ারিং** (PABS) ব্যবস্থার আলোচনার সময়, ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি জোট "গ্রুপ ফর ইক্যুইটি"-তে যোগ দিয়েছে।
- ভারতের দাবি হলো, এই ব্যবস্থার অধীনে সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার একটি **আইনত বাধ্যতামূলক** পদ্ধতি থাকতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার লক্ষ্য হলো **ডব্লিউএইচও মহামারী চুক্তির** "রুল বুক" বা পরিশিষ্ট চূড়ান্ত করা, যা ২০২৫ সালের মে মাসে ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছিল।

মহামারী চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য

মহামারী চুক্তি হলো একটি ঐতিহাসিক এবং **আইনত বাধ্যতামূলক** আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি তৈরি করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ মহামারীর মতো বৈষম্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

- **আইনি ভিত্তি:** এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর সংবিধানের **১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। ২০০৩ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (FCTC) এর পর এটি ডব্লিউএইচও-র ইতিহাসের দ্বিতীয় চুক্তি।
- **প্যাথোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট-শেয়ারিং (PABS) সিস্টেম:** এটি এই চুক্তির "প্রাণ"। এতে বলা হয়েছে যে, দেশগুলোকে দ্রুত মহামারীর সম্ভাবনা রয়েছে এমন **জীবাণু বা প্যাথোজেন** সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করতে হবে। এর বিনিময়ে, এই তথ্য ব্যবহারকারী উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোকে তাদের মহামারীর ওষুধের **২০% উৎপাদন** (১০% অনুদান হিসেবে এবং ১০% সাশ্রয়ী মূল্যে) ডব্লিউএইচও-কে দিতে হবে যাতে তা সবার মধ্যে **ন্যায়সঙ্গতভাবে** বিতরণ করা যায়।
- **"ওয়ান হেলথ" (One Health) পদ্ধতি:** এই চুক্তিটি স্বীকার করে যে ৭৫% সংক্রামক রোগ পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এটি মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করে যাতে রোগের প্রাদুর্ভাব আগেই শনাক্ত করা যায়।
- **সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা:** গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এটি ডব্লিউএইচও-কে জাতীয় পর্যায়ে **লকডাউন**, বাধ্যতামূলক টিকা বা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা দেয় না। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র তার নিজস্ব জনস্বাস্থ্য নীতির ওপর পূর্ণ **সার্বভৌম অধিকার** বজায় রাখবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** * **গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড লজিস্টিকস (GSCL) নেটওয়ার্ক:** চিকিৎসা সরঞ্জামের সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করার জন্য।
    - **সমন্বয়কারী আর্থিক ব্যবস্থা:** উন্নয়নশীল দেশগুলোকে **ল্যাবরেটরি** এবং নজরদারি ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য।

ভারতের অবস্থান ও উদ্বেগ

ভারত এই আলোচনায় **গ্লোবাল সাউথ** বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের মূল লক্ষ্য তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে:

১. **দানের বদলে অধিকার (Equity over Charity):** ভারত সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে "স্বেচ্ছামূলক" পদ্ধতির বিরোধিতা করে। ভারতের দাবি, ওষুধ কোম্পানিগুলোকে প্রযুক্তি এবং পণ্য শেয়ার করার জন্য আইনত বাধ্য করতে হবে।

২. **কাঁচামালের সহজলভ্যতা:** ভারত হাইলাইট করেছে যে, যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো স্থানীয়ভাবে ভ্যাকসিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় **কাঁচামাল** না পায়, তবে শুধু প্যাথোজেন তথ্য শেয়ার করা অর্থহীন।

৩. **প্রথাগত চিকিৎসা:** ভারত সফলভাবে মহামারী প্রস্তুতির কাঠামোর মধ্যে সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং **প্রথাগত চিকিৎসা** পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করেছে।

Q: 'ডব্লিউএইচও মহামারী চুক্তি' এবং 'PABS সিস্টেম' এর পরিপ্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. মহামারী চুক্তি হলো ডব্লিউএইচও সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে আলোচিত প্রথম আইনত বাধ্যতামূলক দলিল।
2. PABS সিস্টেমের অধীনে, ওষুধ প্রস্তুতকারকদের মহামারীর জরুরি অবস্থার সময় ডব্লিউএইচও-র জন্য তাদের উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সংরক্ষণ করতে হবে।
3. এই চুক্তিটি ডব্লিউএইচও-কে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা (PHEIC) চলাকালীন সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে লকডাউন এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা দেয়।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কয়টি সঠিক?

A) মাত্র একটি

B) মাত্র দুটি

C) তিনটিই সঠিক

D) কোনটিই নয়

সমাধান: সঠিক উত্তর: (A) (মাত্র একটি)

- **বিবৃতি 1 ভুল:** এটি ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আইনত বাধ্যতামূলক দলিল হলেও এটি **দ্বিতীয়** চুক্তি। প্রথমটি ছিল ২০০৩ সালে গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (FCTC)।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** PABS সিস্টেমের একটি বিধান রয়েছে যেখানে নির্মাতারা তাদের ভ্যাকসিন এবং ওষুধের ২০% ডব্লিউএইচও-কে দেবে (১০% অনুদান, ১০% সাশ্রয়ী মূল্যে)।
- **বিবৃতি 3 ভুল:** এই চুক্তি স্পষ্টভাবে **জাতীয় সার্বভৌমত্ব** রক্ষা করে। এতে বলা হয়েছে যে ডব্লিউএইচও-র কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ আইন লঙ্ঘন করার বা লকডাউন, টিকা বা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলক করার কোনও ক্ষমতা নেই।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

বিবিধ

6.1. লামিতিয়ে-২০২৬ সামরিক মহড়ার ১১তম সংস্করণ

প্রেক্ষাপট:

ভারত ও সেশেলসের মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া **'লামিতিয়ে'**-র ১১তম সংস্করণ বর্তমানে সেশেলস ডিফেন্স একাডেমিতে **৯ থেকে ২০ মার্চ, ২০২৬** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সংস্করণটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক কারণ এটি ভারতের পক্ষ থেকে **প্রথমবার ত্রি-বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী)** সংবলিত একটি মহড়া।

১. 'লামিতিয়ে' মহড়ার মূল বৈশিষ্ট্য

- **নামকরণ:** 'লামিতিয়ে' (LAMITIYE) শব্দটির অর্থ হলো **"বন্ধুত্ব"**। এটি সেশেলসের স্থানীয় ভাষা **'ক্রিওলে'** (Creole) থেকে নেওয়া হয়েছে।
- **সময়কাল:** এটি একটি **দ্বিবার্ষিক** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান (প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়)।
- **ইতিহাস:** ২০০১ সাল থেকে সেশেলসে এই মহড়া নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে।
- **উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্রসংঘের (UN) শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আধা-শহুরে পরিবেশে **'সাব-কনভেনশনাল অপারেশন'** বা প্রথাগত যুদ্ধের বাইরের অভিযানে দক্ষতা ও সমন্বয় বাড়ানো।

২. অংশগ্রহণকারী দল ও সরঞ্জাম (২০২৬ সংস্করণ)

- **ভারতীয় সেনাবাহিনী:** সাউদার্ন কমান্ডের **আসাম রেজিমেন্টের** (ASSAM Regiment) সদস্যরা এতে অংশ নিয়েছেন।
- **ভারতীয় নৌবাহিনী:** যুদ্ধজাহাজ **আইএনএস ত্রিকান্দ** (INS Trikand) মোতায়েন করা হয়েছে।
- **ভারতীয় বিমান বাহিনী:** **C-130J সুপার হারকিউলিস** (C-130J Super Hercules) পরিবহন বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **আয়োজক দেশ:** সেশেলস ডিফেন্স ফোর্সেস (SDF)।

৩. প্রধান প্রধান পরিচালনার ক্ষেত্র (Focus Areas)

- **কৌশলগত মহড়া:** আধা-শহুরে পরিবেশে শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করা, ক্লোজ-কোয়ার্টার ব্যাটল (CQB) এবং কোনও ভবনের ভেতরে ঢুকে শত্রুকে দমনের মহড়া।
- **বিশেষ পরিস্থিতি:** অপহৃত বাস উদ্ধার এবং জিম্মি সংকট মোকাবিলা করার কৌশল।

- **প্রযুক্তির প্রদর্শনী:** আধুনিক প্রজন্মের সরঞ্জামের ব্যবহার, পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা এবং যুদ্ধের কৌশলে **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)** বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা।

৪. ২০২৬ সালে ভারতের প্রধান সামরিক মহড়াসমূহ

মহড়ার নাম	অংশগ্রহণকারী দেশ	ধরন	স্থান (২০২৬)	গুরুত্ব
লামিতিয়ে-২০২৬	সেশেলস	**ত্রি-বাহিনী**	সেশেলস	প্রথমবার সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত অংশগ্রহণ।
ডাস্টলিক (DUSTLIK)	উজবেকিস্তান	সেনাবাহিনী	উজবেকিস্তান / ভারত	পাহাড়ি ও গ্রামীণ এলাকায় সন্ত্রাসবাদ দমনের ওপর জোর।
সম্প্রীতি (SAMPRITI)	বাংলাদেশ	সেনাবাহিনী	ভারত ও বাংলাদেশ (পর্যায়ক্রমে)	রাষ্ট্রসংঘের শান্তি রক্ষা এবং সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা।

Q: 'লামিতিয়ে-২০২৬' (LAMITIYE-2026) মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছে কোন রেজিমেন্ট?

(a) গোর্খা রাইফেলস

(b) রাজপুতানা রাইফেলস

(c) আসাম রেজিমেন্ট

(d) মাদ্রাজ রেজিমেন্ট

উত্তর: (c) ব্যাখ্যা: ২০২৬ সালের এই মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে **আসাম রেজিমেন্ট** নেতৃত্ব দিয়েছে। দুর্গম এলাকায় এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী (সাব-কনভেনশনাল) যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতার কারণেই তাদের এই অভিযানে বেছে নেওয়া হয়েছে।

6.2. SHINE (শাইন)

প্রেক্ষাপট

ভারতীয় রেল একটি প্রযুক্তি-চালিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই উদ্যোগটি নারী কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে। এটি ডিজিটাল সংহতির মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের বিশাখা নির্দেশিকার আধুনিক রূপায়ন।

SHINE সম্পর্কে: Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment

- **চালুর উপলক্ষ:** অ্যাপটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে (৮ই মার্চ) কার্যকর করা হয়েছে।
- **সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন:** SHINE অ্যাপটি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HRMS) এবং 'এমপ্লয়ি সেলফ সার্ভিস' সিস্টেমের সাথে যুক্ত।
- **গোপনীয়তা:** সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টির কার্যকর সমাধান করার পাশাপাশি কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত পরিধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষা

- **সরাসরি সুবিধাভোগী:** মূলত ভারতীয় রেলের নারী কর্মীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছে।
- **তৃতীয় পক্ষের রিপোর্টিং:** অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, এই অ্যাপটি বহিরাগত (পরিদর্শক), চুক্তিবদ্ধ কর্মী, শিক্ষার্থী এবং অন্যদের পক্ষ থেকেও ঘটনা রিপোর্ট করার সুযোগ দেয় যাদের অ্যাপটিতে সরাসরি প্রবেশাধিকার নেই।
- **পরিপূরক ব্যবস্থা:** এটি সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিগুলোকে (Internal Complaints Committees) প্রতিস্থাপন করে না, বরং তাদের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

Q. SHINE (Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

I. SHINE হলো ভারতীয় রেল কর্তৃক চালু করা একটি ডিজিটাল অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম, যা ২০১৩ সালের কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার অভিযোগ প্রতিকার করে।

II. এই প্ল্যাটফর্মটি ২০১৩ সালের আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিগুলোকে প্রতিস্থাপন করে এবং শুধুমাত্র স্থায়ী রেল কর্মীদের অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উপরের কোন বিবৃতিটি/বিবৃতিগুলো সঠিক?

(a) শুধুমাত্র I

(b) শুধুমাত্র II

(c) I এবং II উভয়ই

(d) I বা II কোনটিই নয়

উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি I সঠিক:** SHINE হলো ভারতীয় রেলের একটি ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থা যা প্রযুক্তি-ভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে নারী নিরাপত্তা এবং ২০১৩ সালের আইনের বিধানগুলোকে শক্তিশালী করে।
- **বিবৃতি II ভুল:** SHINE প্ল্যাটফর্মটি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিকে (ICCs) প্রতিস্থাপন করে না, বরং তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া, এটি শুধুমাত্র স্থায়ী কর্মীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; এটি পরিদর্শক, চুক্তিবদ্ধ কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের ঘটনাগুলোও রিপোর্ট করার সুযোগ দেয়।

***